POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ   نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ   وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 37

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

10 সেপ্টেম্বর, 2020 ● 21 মহররম 1442 A.H

আল্লাহ্‌র বাণী

وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدۡخِلُهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَبَدًا (النساء:58)

এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে,আমরা শীঘ্রই তাহাদিগকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিব যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত থাকিবে, যেখানে তাহারা সদা বসবাস করিবে।

(সূরা নিসা, আয়াত: ৫৮)

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

●হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: (ইমাম) তোমাদের নামায পড়ায়; যদি সঠিক পড়ায়, তবে তোমরা পুণ্য লাভ করবে, আর যদি ভুল করে তবুও তোমাদের পুণ্যলাভ হবে, কিন্তু ইমাম বিপদগ্রস্ত হবে।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আযান, বাব ইযা লাম ইতিম্মুল ইমাম)

●হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত মুআজ বিন জাবাল (রা.) নবী করীম (সা.)-এর সঙ্গে নামায পড়তেন এবং ফিরে গিয়ে নিজের গোত্রের ইমামত করতেন।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আযান, বাব ইযা তুলাল ইমাম)

●হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি লোকেদের ইমামত করে, তবে তার সংক্ষিপ্ত নামায পড়ানো উচিত। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ এবং বৃদ্ধরাও থাকেন। আর তোমরা যখন একাকী নামায পড় যত দীর্ঘ চাও পড়তে পার।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আযান, বাব ইযা সাল্লা লিনাফসিহি ফালইয়াতুলু মাশাআ)

এই সংখ্যায়

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চ্যালেঞ্জ

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪ জুলাই, ২০২০ (পূর্ণাঙ্গ)

হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত

যদি তোমরা আমার অনুসরণ কর, তবে নিজেদের মধ্যে প্রতিমাদের ভেঙ্গে ফেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। মানুষের বক্ষ হল ঐশী জ্যোতির অবতরণ স্থল, আর এই কারণেই এটিকে আল্লাহ্‌র ঘর নামে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আমার আনুগত্য কর এবং আমাকে অনুসরণ কর

মোট কথা খোদার স্থানকে (অর্থাৎ বক্ষকে) প্রতিমা মুক্ত করতে এক জিহাদ বা সংগ্রামের প্রয়োজন। আর আমি অশ্বস্ত করছি, আমিই তোমাদের এই জিহাদের পথ বলে দিব। যদি তোমরা এর উপর আমল কর, তবে সেই সব প্রতিমাকে ভেঙ্গে ফেলবে, আর আমি বলব না যে এই পথ আমার নিজের তৈরী করা, বরং খোদা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন যেন আমি তোমাদেরকে বলি। সেই পথ কোনটি? আমার অনুসরণ কর, আমার পদাঙ্ক অনুসরণ কর। এই বাক্য নতুন নয়। মক্কাকে প্রতিমা মুক্ত করতে রসুল করীমও (সা.)বলেছিলেন, قُلۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوۡنِیۡ یُحۡبِبۡکُمُ اللّٰہُ (আলে ইমরান, আয়াত: ৩২) অনুরূপভাবে যদি তোমরা আমার অনুসরণ কর, তবে নিজেদের মধ্যে প্রতিমাদের ভেঙ্গে ফেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। আর এইভাবে নানান প্রকার প্রতিমা দ্বারা পরিপূর্ণ বক্ষকে প্রতিমামুক্ত করার যোগ্য হয়ে উঠবে। আত্মশুদ্ধির জন্য চিল্লাকশির প্রয়োজন নেই। রসুল করীম (সা.)-এর সাহাবাগণ চিল্লাকশী করেন নি। তাঁরা সুফিদের প্রবচন-প্রার্থনা,তপস্যা ইত্যাদির অনুশীলন করেন নি। বরং তাঁদের কাছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত এক বস্তু ছিল। তাঁরা রসুলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তায় যে জ্যোতি ছিল তা এই আনুগত্যের ধমনী বেয়ে সাহাবাদের অন্তরে গিয়ে পড়ত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল চিন্তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলত আর তাদের হৃদয়ের অন্ধকার জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। স্মরণ রেখো, এই সময়ও সেই সাদৃশ্যপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। সেই জ্যোতি যা খোদার ধমনীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা তোমাদের অন্তরে পড়ে, আত্মশুদ্ধি হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের অন্তর সেই ঐশী আলোক প্রাপ্ত হয়, যা ঐশী মাধ্যম দ্বারা প্রবাহিত হয়, ততক্ষণ আত্মশুদ্ধি হতে পারে না। মানুষের বক্ষ হল ঐশী জ্যোতির অবতরণ স্থল, আর এই কারণেই এটিকে আল্লাহর ঘর নামে অভিহিত করা হয়েছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এর মধ্যে স্থাপিত প্রতিমাগুলি ভেঙ্গে ফেলা আর এর স্থানে যেন কেবল আল্লাহ্ থাকেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহু আল্লাহু ফি আসহাবি'-অর্থাৎ আমার সাহাবাদের অন্তরে কেবল আল্লাহই বিরাজ করেন। অন্তরে আল্লাহ্ বিরাজ করার অর্থ 'ওয়াহাদাতুল ওয়াজুদ' মতবাদ মেনে চলা নয় বা প্রত্যেক গর্ধব, সারমেয়কে খোদা বলে গণ্য করা নয় (নাউযিবিল্লাহ)। কখনই নয়। এর উদ্দেশ্য, মানুষের প্রত্যেক কাজে খোদার সন্তুষ্টিই যেন একমাত্র লক্ষ্য হয়, অন্য কিছু নয়। আর এই মর্যাদা লাভ করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার কৃপা সংযুক্ত না হয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ:১৭৩)

আমি সব সময় একথা ভেবে আশ্চর্য হই যে, কোনও মুসলমানও কি কখনও কবরে সিজদা করতে পারে?

وَمَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنۡ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰہِ اَنۡ یُّذۡکَرَ فِیۡہَا اسۡمُہٗ

সূরা বাকারার ৮৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদসমূহে আল্লাহ্ তা'লার নাম উচ্চারণে বাধা দেয়, তাঁর ইবাদত করতে বাধা দেয় এবং এভাবে সেটি জনমানবহীন করার চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তি সব থেকে বড় অত্যাচারী। এটি কতই উচ্চমানের শিক্ষা যা ইসলাম উপস্থাপন করেছে। এই শিক্ষাকে দৃষ্টিপটে রাখ, দেখবে পৃথিবীর কোন ধর্ম তোমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। মুসলমানদের কর্মধারা উপেক্ষা কর, আর এই আদেশ ও শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দাও। আল্লাহ তা'লা বলেছেন, যিকরে ইলাহিতে কাউকে বাধা দেওয়ার অধিকার কারো নেই। কোন ব্যক্তি যদি মসজিদে গিয়ে ইবাদত করতে চায়, তবে তাকে বাধা দেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। কোন হিন্দু, শিখ বা খৃষ্টান এসে মুসলমানদের মসজিদে এসে

শেষাংশ ২ পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর পুরস্কার সম্বলিত চ্যালেঞ্জ (৪)

আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেছি

اِنَّ السُّمُوْمَ لَشَرُّ مَا فِي الْعَالَمِ ۞ شَرَّ السُّمُوْمِ عَدَاوَةُ الصُّلَحَاءِ

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উত্তরে লেখেন,

‘আপনি আপত্তি করেছেন যে মুসলমানদের বেহেশতে জাগতিক আশীর্বাদসমূহও বিদ্যমান। কিন্তু এটি মোটেই কোনও আপত্তিজনক বিষয় নয়। বরং এর দ্বারা আপনার নিজের এবং আপনার পরমেশ্বরের অত্যন্ত লজ্জিত হওয়া উচিত। কেননা যারা কুরআন শরীফের উপর ঈমান এনেছে, মুসলমানদের সর্বশক্তিমান ও সর্বাধিপতি খোদা চিরন্তনভাবে তাদেরকে নিজের অসীম ধন-ভাণ্ডার থেকে পরকালের জন্য দান করেছেন, এবং আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক উভয় প্রকার আশীর্বাদ দান করেছেন। কেননা তিনি জানতেন যে তাঁর প্রকৃত ইবাদতকারীরা ইহকালে কেবল আত্মার মাধ্যমেই বান্দেগী এবং আনুগত্য করেনা, বরং দেহ ও আত্মা উভয়ই এতে সংযুক্ত হয়। আর মানবীয় নৈতিক ঔৎকর্ষ কেবল আত্মার মাধ্যমেই সাধিত হয় না, বরং তা হয় দেহ ও আত্মা, উভয়ের সমন্বয় এবং মেলবন্ধনের মাধ্যমে। কাজেই তিনি আনুগত্যকারীদেরকে পরিপূর্ণ সৌভাগ্য পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এবং তাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়ার উদ্দেশ্যে চিরন্তন মুক্তির আনন্দকে দুই শ্রেণীতে রেখেছেন। নিজ প্রেমাস্পদসুলভ দর্শনের আনন্দও দান করেছেন, অপরদিকে বৃষ্টিধারার ন্যায় তাদের উপর অন্যান্য আশীর্বাদও বর্ষণ করেছেন। মোট কথা তারা সেই কাজ করে দেখিয়েছেন যা তাদেরকে সেই সর্বশক্তিমানের শক্তিমত্তা এবং মহত্ত্ব এবং অসীম দয়ার পাওয়ার যোগ্য করে তুলেছে। কিন্তু আপনাদের পরমেশ্বর হতদরিদ্র এবং দেউলিয়া, তাই নিজের দুর্বলতা, দারিদ্রতা, শক্তিহীনতা এবং অসহায়তার কারণে আপনাদের কোনও ব্যবস্থা করতে পারল না, আর না পারল কোনও স্থায়ী আনন্দ এনে দিতে। মোটকথা কিছুই করতে পারল না। না পারল চিরকালের জন্য আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ দিতে, আর না পারল জাগতিক আশীর্বাদ দিতে। এমন কপর্দকহীন, শক্তিহীন এবং অবুঝ পরমেশ্বরের প্রতি কি ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে পারে বা সর্বান্তকরণে তাঁর প্রতি কেউ মন হারাতে পারে? কখনই না বরং তাঁর শক্তিমত্তা, বদান্যতা এবং প্রশংসনীয় হওয়ার সত্যতা জানার পর মন্ত্রজপকারীদের আত্মা অনুশোচনায় দগ্ধ হবে এবং একথা ভেবে লজ্জিত হবে যে এটিই যদি পরমেশ্বর হয় আর এই যদি তাঁর মুক্তি হয়, তবে অহেতুক মাথা ঠুঁকে লাভ লাভ কি! আর মুক্তিখানা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার সময় অবশ্যই এই পঙক্তিটির বিষয়বস্ত আওড়াতে থাকবে।

‘এবার থেকে তোমার কারণে জীবনোৎসর্গ করার পূর্বে কিছুটা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখব, আমি সেই দিন আফসোস করি যেদিন মন দিয়েছি.....

যখন একটি মাত্র পাপের কারণে এক লক্ষ এবং কয়েক হাজার জন্মান্তরের শাস্তি পেতে হয় আর এক মুহূর্তও খোদা তা'লা থেকে উদাসীন হওয়া পাপ বলে বিবেচিত হয়, তবে মুক্তি লাভের আর কোন পথটিই বা অবশিষ্ট রইল! তাই আপনারা যদি বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করেন তবে দেখবেন যে নিজের হতাশা উপলব্ধি করে বিলাপ করছেন এবং শোহাহত হয়ে বসে আছেন, কেননা পরমেশ্বর মুক্তি দান করার বিষয়ে এক প্রকার নিজের অপারগতা ব্যক্ত করেছেন। কারণ এক মন তেলও হবে না, রাধা নাচবেও না।

(সুরমা চশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ১৫৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লালা মুরলীধর সাহেবকে একশ টাকা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন-

“যদি মাস্টার সাহেবের আপত্তির এই অর্থ হয় যে ইসলামী বেহেশতে কেবল পার্থিব আশীর্বাদসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে; খোদার সঙ্গে মিলন এবং আধ্যাত্মিক সুখের কথা কোথাও উল্লেখ করা হয় নি, তবে এই বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য এটিকে আমি উৎকৃষ্ট পন্থা বলে মনে করি যে, মাস্টার সাহেব কোনও পত্রিকার মাধ্যমে পোক্তভাবে আমাকে অবগত করুন যে তাঁর মতে কুরআন শরীফে ঐশী মিলন এবং আধ্যাত্মিক আনন্দের উল্লেখ কোথাও নেই। কিন্তু বেদে বহু স্থানে এর উল্লেখ রয়েছে। এমতাবস্থায় আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, কেবল তিন কিম্বা চার সপ্তাহ পর্যন্ত এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা রচনা করব যাতে কুরআন এবং বেদের তুলনা করে যথাশীঘ্র প্রকাশিত করব এবং একজন প্রখ্যাত এবং বিদ্বান আর্য ব্রাহ্মণের কাছে একশ টাকা পুরস্কার হিসেবে গচ্ছিত রাখব। অতঃপর আধ্যাত্মিক আনন্দ এবং ঐশী মিলন, যা মুক্তিপ্রাপ্তরা লাভ করবে, সে বিষয়ে মাস্টার সাহেবের বিশ্বাস অনুযায়ী দিব্যবাণী সম্বলিত চারটি বেদের সঙ্গীতা এবং কুরআন শরীফের মোকাবেলা করে দেখান এবং আর সেই ব্রাহ্ম সাহেব তাঁর সমর্থন ও সত্যায়ন করলে সেই একশ টাকা মাস্টার সাহেবের। অন্যথায় সেই একশ টাকা ছাড়া মাস্টার সাহেবের কাছে কিছু চাই না। কেবল একটিই শর্ত রাখব যে পরাজিত হওয়ার পরিস্থিতিতে বেদ থেকে বিমুখ হয়ে, যা তাকে বার বার অপদস্থ ও লজ্জিত করেছে, ইসলামের প্রকৃত পথ অবলম্বন করবে। আর যদি মাস্টার সাহেব এই পুস্তিকা প্রকাশের পর এক মাস পর্যন্ত নীরব থাকেন এবং এমন প্রবন্ধ কোনও পত্রিকায় কিম্বা পুস্তিকায় প্রকাশ না করেন, তবে শ্রোতাবৃন্দ আপনারা ধরে নিবেন, সে রণে ভঙ্গ দিয়েছেন।”

(সুরমা চশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ১৫৫)

আর্যদের ধর্মবিশ্বাস, আত্মা এবং দেহ, অজাত, অমর এবং আদি ও অনাদি; আল্লাহ তা'লা এগুলির সৃষ্টিকর্তা নন। আল্লাহর কাজ শুধু আত্মা ও দেহকে পরস্পর জুড়ে দেওয়া। এই মতবাদ আল্লাহ তা'লার একত্ব, মর্যদা এবং মহত্ব এবং আদি ও অনাদি ও অনন্য হওয়ার পরিপন্থী। এরই ভিত্তিতে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই মতবাদকে পূর্ণশক্তিতে অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ সহকারে মিথ্যা হিসেবে প্রতিপন্ন করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,‘যদি আল্লাহ্ তা”লা আত্মা এবং বস্তুর স্রষ্টা না হন, তবে তিনি এগুলির মালিকও হতে পারেন না। যদি আল্লাহ্ কেবল আত্মা ও দেহকে পরস্পরের জুড়ে দেওয়ার কাজই করে থাকেন, তবে তাঁর মর্যাদা একজন মিস্ত্রির থেকে বেশি নয়। আত্মা ও বস্তুসমূহ যদি অজাত হয়, তবে তারাও খোদার সমকক্ষ হল, যিনি নিজেই অজাত। এছাড়া আল্লাহ্ দি আত্মা ও বস্তুর স্রষ্টা না হন, তবে দেহ ও আত্মার বৈশিষ্টাবলী সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত হতে পারেন না। কেননা, স্রষ্টা নিজের তৈরী বস্তুর বিশেষত্ব ও গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকে। কিন্তু যে স্রষ্টা নয়, সে অবগত থাকে না। আর যদি তিনি স্রষ্টা না হলেন, তবে দেহ ও আত্মাকে নিজের দখলে রাখা অন্যায় ও অবৈধ। এভাবে আর্যদের পরমেশ্বরের উপমা সেই সম্রাটের ন্যায়, যে পেশি শক্তি দ্বারা কোনও দেশকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনে। আর তিনি যদি স্রষ্টা না হন,তবে কোন অধিকার বলে তিনি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ জন্মের শাস্তি প্রদান করেন?

(ক্রমশ....)

(১ম পাতার পর....)

নিজের মত ইবাদত করতে চায় তবে তাকে বাধা দেওয়ার অধিকার কোন মুসলমানের নেই। কেউ যদি বলে বাদ্যযন্ত্র বাজানো এবং নৃত্য করা তাদের ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, তবে আমরা তাকে বলব, এই কাজটা বাইরে করুন। বাকি যতটুকু ইবাদতের অংশ রয়েছে সেটি মসজিদে এসে সম্পন্ন করুন।

সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি এই শিক্ষা অনুশীলন করেছেন, তিনি আমাদের নবী আঁ হযরত (সা.) , যিনি নাজরানের খৃষ্টানদেরকে নিজের মসজিদে গীর্জা করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। যাজুল মুআদ- এ লেখা আছে,

لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ نَجْرَانَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلُوْا عَلَيْهِ مَسْجِدَهٗ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَانَتْ صَلَاتُهُمْ فَقَالُوْا اَيُصَلُّوْنَ فِيْ مَسْجِدِهٖ فَاَرَادَ النَّاسُ مَنْعَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوْهُمْ فَاسْتَقْبَلُوا الْمَشْرِقَ فَصَلُّوْا صَلٰوتَهُمْ

(যাজুল মুআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫) অর্থাৎ রসুল করীম (সা.) কে নিকট নাজরান থেকে একদল খৃষ্টান আসে। তারা আসরের পর মসজিদে নববীতে এসে কথাবার্তা বলতে থাকেন। কথোপকথনের মাঝে তাদের ইবাদতের সময় হয়ে আসে। (সম্ভবত সেটি রবিবার ছিল) তারা সেখানে মসজিদের মধ্যেই নিজেদের পদ্ধতি অনুসারে ইবাদত করার জন্য উঠে দাঁড়ায়। লোকেরা তাদেরকে বাধা দিতে চাইছিল। কিন্তু রসুল করীম (সা.) তাদের বলেন, এমনটি করো না। সুতরাং, তারা সেখানেই পূর্বদিকে মুখ করে নিজেদের পদ্ধতিতে ইবাদত করল।

কাজেই মসজিদে আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে বাধা দেওয়ার অধিকার কারো নেই। যদি সমস্ত জাতি এই আদেশ পালন করতে শুরু করে, তবে পারস্পরিক বিবাদগুলি আর থাকবে না। যদি প্রত্যেক জাতি নিজেদের উপাসনাগারে অন্যদেরকে আসার এবং ইবাদত করার অনুমতি দিয়ে দেয়, তবে কখনই পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ও তিক্ততা জন্ম নিবে না। আর পৃথিবীতে সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। মুসলমানদেরও কর্তব্য, নিজেদের আমলের প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং চিন্তা করে দেখা যে তারা কি সেই শিক্ষা পুরোপুরি মেনে চলছে যা কুরআন দিয়েছে এবং যা রসুল করীম (সা.) এর কর্মধারা ছিল। নাকি এর বিপরীতে স্বরচিত ধর্মনীতি মেনে চলছে? আমি মনে করি যে, এই আয়াত অ-আহমদী এবং আমাদের মাঝে পার্থক্য নিরুপণকারী আয়াত।

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩০-১৩২, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত)

জুমআর খুতবা

২০১৯ সালে জামাত আহমদীয়া উপর বর্ষিত ঐশী কৃপারাজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাত উন্নতির পথেই অগ্রসর হয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দাবি নিছক দাবি নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন তাঁর এবং তাঁর জামাতের নিত্যসঙ্গী; পৃথিবীর কোনও শক্তি এই অগ্রগতি প্রতিহত করতে পারবে না।

পাকিস্তান ছাড়া বিশ্বব্যাপি ২৮৮ টি নতুন জামাতের প্রতিষ্ঠা।* ১০৪০টি স্থানে প্রথমবার জ ামাতের চারাবৃক্ষ রোপিত হয়েছে। *২১৭টি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে তথা ৯৩টি নির্মিত জামাত লাভ করেছে। * ৯৭টি মিশন হাউস ও প্রচার কেন্দ্রের সংযোজন হয়েছে। ১১৪টি দেশে ১ লক্ষ ১১ হাজার সাফাই অভিযান সম্পন্ন হয়েছে, যার ফলে জামাতের ৫২ লক্ষ ১২ হাজার ডলার সাশ্রয় হয়েছে। *রাকীম প্রেসের অধীনে আটটি দেশে চলমান ছাপাখানার কর্মবিবরণ।* লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় বই-পুস্তক, পামফ্লেট, লিফলেটস প্রকাশিত হয়েছে। *ইয়াস্সারনাল কুরআনে ব্যবহৃত বিশেষ ফন্ট 'খাত্তে মঞ্জুর' এ এবছর পবিত্র কুরআনও মুদ্রিত হয়েছে। *এবছর যুক্তরাজ্য থেকে ১১ খণ্ডবিশিষ্ট সহীহ্ বুখারীর অনুবাদ ও ব্যাখ্যার কাজ করানো হয়েছে। চলতি বছর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর'এজাযে আহমদী' পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হয়েছে। 'ইতমামুল হুজ্জা' ও 'জঙ্গে মুকাদ্দাস' পুস্তক দুটির ইংরেজি অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। *৩৩টি ভাষায় মোট ১৫৪টি বইপুস্তক ও ফোল্ডার প্রণয়ন করা হয়েছে।

মসজিদ নির্মাণ এবং ইসলামের প্রচারকার্যের জন্য বিভিন্ন জাতির নিষ্ঠাবানদের পক্ষ থেকে নিঃস্বার্থ ত্যাগ স্বীকারের ঘটনাবলীর উল্লেখ।

শত বছর পরও আফ্রিকার দরিদ্র লোকেরা সেই ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করছে যা আজ থেকে প্রায় আশি নব্বই বছর বা শত বছর পূর্বে কাদিয়ানের দরিদ্র লোকেরা প্রতিষ্ঠা করেছিল।

এটি সত্যতার প্রমাণ ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ্ তা'লা নিজেই মানুষেরহৃদয়ে ত্যাগের রীতি-পদ্ধতিও প্রেরণা সঞ্চার করেন।

যে চার্চ ঐ অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণের বিরোধিতা করছিল এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই চার্চই জামা'তের মসজিদ মরিয়মে রূপান্তরিত হয়েছে।

পাকিস্তানে পবিত্র কুরআনের মুদ্রণ, পাঠ এবং (আমাদের কাছে) রাখার ক্ষেত্রে আমাদের পথে যত বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত পথ আল্লাহ্তা'লা আমাদের জন্য খুলে দিচ্ছেন।

এই প্রকৃত চিত্র প্রদর্শন করে আহমদীয়া জামা'ত শত্রুদেরকেও ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করছে, মহানবী (সা.)-এর পদমর্যাদা এবং আদর্শ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করছে। অপরদিকে এসব নামধারী আলেম-ওলামা, যারা নিজেদেরকে ইসলামের ধ্বজাধারী জ্ঞান করে, তারা অন্যদেরকে ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের প্রতি বিদ্বেষী করে তুলছে আবার আমাদের বিরুদ্ধেই কথা বলে।

আমরা আশা করি বিরোধীদের এই অপচেষ্টা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা একদিন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে আর আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য আমাদের সাথে থাকবে এবং এখনও তা রয়েছে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ৭ই আগস্ট , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (৭ যহুর, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা আস সাফের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন:

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○ هُوَ الَّذِيْٓ

اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো–তারা নিজেদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কাফিররা অপছন্দ করলেও আল্লাহ্ স্বীয় জ্যোতিকে পূর্ণ করেই ছাড়বেন। তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাকে সর্বধর্মের ওপর বিজয় দান করেন। আর মুশরিকরা একে যত অপছন্দই করুক না কেন। (সূরা আস্ সাফ : ৯-১০)

আজ ৭ই আগস্ট এবং জামা'তে আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ক্যালেণ্ডার অনুসারে আজকের এ দিন যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার প্রথম দিন হওয়ার কথা। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া মহামারির কারণে এ বছর (যথারীতি) সালানা জলসার আয়োজন করা সম্ভব হয় নি। দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা সত্বর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করুন আর আমরা যেন আমাদের চিরায়ত ঐতিহ্যের সাথে জলসার আয়োজন করতে পারি এবং পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করতে পারি আর জলসার অনুষ্ঠানমালা শ্রবণের মাধ্যমে জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর ব্যবস্থা করতে পারি; যেমনটি পূর্বে হতো। যাহোক এম.টি.এ এই ঘাটতি কিছুটা হলেও পূরণের চেষ্টা করেছে। তারা অনুষ্ঠানমালা যেভাবে সাজিয়েছে তা হলো, বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন দেশের সালানা জলসায় আমি যেসব বক্তৃতা করেছিলাম সেসব বক্তৃতা দেখাবে এবং সরাসরি কিছু লাইভ প্রোগামও উপস্থাপন করবে। আশাকরি এটি জামা'তের সদস্যদের ধর্মীয় ও জ্ঞানগত পিপাসা নিবারণে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ্। তাই বাড়িতে বসে এই তিন দিনের অনুষ্ঠানমালা বিশেষভাবে দেখুন। একই সাথে আমার এটিও মনে হলো যে, বছর জুড়ে জামাতের ওপর আল্লাহ্ তা'লার যে কৃপাবারি বর্ষিত হয়, এ প্রেক্ষাপটে গত বছরের রিপোর্ট উপস্থাপনের পরিবর্তে আমি এম.টি.এ-তে এ বছরের সর্বশেষ রিপোর্টই উপস্থাপন করব, যেন তা জামা'তের

সদস্যদের ঈমানের দৃঢ়তার কারণও হয়। যদিও কিছু কিছু কাজ বাইরে গিয়ে করতে পারলে আরো ভালো হতে পারত, তা হয় নি তথাপি বিগত ছয় মাস যাবৎ চলতে থাকা এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের অগ্রপদচারনা অব্যাহত ছিল। অধিকাংশ লোক যারা আমার কাছে লিখে থাকে সে অনুসারে তরবিয়ত ও জামা'তের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। অধিকাংশ লোকই লিখেছে, তাদের এবং তাদের ছেলেমেয়েদের জামা'তের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে। মোটকথা, রিপোর্ট উপস্থাপনের বিষয়ে যেভাবে আমি বলছিলাম, জলসার দ্বিতীয় দিন আমি যে রিপোর্ট উপস্থাপন করতাম, বিগত বছরগুলোতে সময়ের অপ্রতুলতার কারণে তার বেশিরভাগ উপস্থাপন করা সম্ভব হত না। কিন্তু এ বছর যেহেতু কিছুটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, জুমুআর খুতবাতেও এ রিপোর্টের কিছু অংশ উপস্থাপন করব এবং অবশিষ্টাংশ রবিবার সন্ধ্যায় এখানে হলঘরে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে সরাসরি উপস্থাপন করব। যদিও আজকের খুতবায় এবং পরশু দিন সন্ধ্যায় আমাদের যে বক্তৃতার প্রোগ্রাম রয়েছে তাতে হয়ত পরিপূর্ণ রিপোর্ট উপস্থাপন করা সম্ভব হবে না। কিন্তু কতিপয় ইমান উদ্দীপক ঘটনা উপস্থাপন করা হবে- ইনশাআল্লাহ্।

উক্ত রিপোর্টের বিশেষ দিকগুলো উপস্থাপন করার পূর্বে আমি হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর দু'টো উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যেগুলোর মাঝে ঐ আয়াতের কিছুটা ব্যাখ্যা রয়েছে যে আয়াত একটু আগে আমি তিলাওয়াত করেছি। এর ফলে হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ঘোষণাও সামনে এসে যায় যে, ইসলামের তবলীগএবং ইসলামের এই পুনর্জাগরণের যুগটি তাঁর (আ.) সাথেই সম্পৃক্ত আর সব ধরনের বিরোধীতা সত্তেও তাঁর (আ.) এই জামা'ত ইনশাআল্লাহ ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে এবং বিস্তার লাভ করবে কেননা এটি আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ প্রতিশ্রুতি। আমি যেসব রিপোর্ট ও ঘটনাবলী উপস্থাপন করব, সেগুলো বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে বলছে যে- তাঁর (আ.) দাবী কেবল বুলিসর্বস্ব দাবীই নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন তাঁর এবং তাঁর জামা'তের নিত্যসঙ্গী। পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই- যা এটিকে প্রতিহত করতে পারে। হযরত মসীহে মওউদ (আ.) বলেন:

"প্রায় বিশ বছর কাল অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমার প্রতি কুরআনের এই আয়াত هُوَ الَّذِىۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰى وَدِيۡنِ الۡحَـقِّ لِيُظۡهِرَهٗ عَلَى الدِّيۡنِ كُلِّهٖ ইলহাম হয়েছিল। (সূরা সাফ, আয়াত: ১০) অর্থাৎ তিনিই সেই মহান খোদা যিনি স্বীয় ধর্মকে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করার জন্য নিজ রসূলকে হেদায়াত এবং সত্যধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন। আমাকে এই ইলহামের অর্থ যা বুঝানো হয়েছে তা হলো, ইসলামকে সকল ধর্মের ওপর আমার মাধ্যমে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। আর এ ক্ষেত্রে স্মরণ থাকে যে, এটি হচ্ছে পবিত্র কুরআনের এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী। এ সম্পর্কে ওলামা ও গবেষকদেরও মতৈক্য রয়েছে যে, এটি মসীহ মাওউদ-এর হাতে পূর্ণতা লাভ করবে। অতএব আমার পূর্বে যে সকল আউলিয়া ও আবদাল অতীত হয়েছেন, তাদের কেউ নিজেদের এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরণস্থল সাব্যস্ত করেন নি, এ দাবীও করেন নি যে, উল্লিখিত আয়াত তাদের সম্পর্কে তাদের প্রতি ইলহাম হয়েছে। কিন্তু যখন আমার সময় আসল তখন আমার প্রতি এই ইলহাম হল এবং আমাকে বলা হয়েছে যে, এ আয়াতের সত্যায়নকারী বা সত্যায়নস্থল তুমি এবং তোমার হাতে আর তোমার যুগেই ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব অপরাপর ধর্মের ওপর প্রমাণিত হবে। "

(তিরইয়াকুল কুলুব, রুহানী খাযায়েন, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩১-২৩২)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "একমাত্র ইসলাম-ই জীবিত ধর্ম- যাতে চিরবসন্ত থাকে, যখন এর বৃক্ষ সবুজ-শ্যামল হয়ে থাকে এবং তা সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ফল বহন করে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য নেই। যদি এথেকে এই বৈশিষ্ট্য বের করে দেওয়া হয়, তাহলে এটিও মৃত ধর্মে পরিণত হয়। কিন্তু এমন নয়, কেননা এটি জীবিত ধর্ম। প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ্ এর জীবন্ত ধর্ম হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন। যেমন এ যুগেও নিজ কৃপায় এই জামা'তকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন যেন ইসলাম ধর্মের জীবিত হওয়ার সাক্ষী হয় আর

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

যেন খোদা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি এবং তাঁর সম্পর্কে যেন এমন বিশ্বাস লাভ হয়- যা পাপ ও কলুষতাকে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয় এবং পুণ্য ও পবিত্রতার প্রসার করে।"

(মালফুযাত,৯ম খণ্ড, পৃ: ১৫৪-১৫৫)

উক্ত উদ্ধৃতি পাঠের পর এখন আমি রিপোর্টের কিছু দিক উপস্থাপন করছি:

আল্লাহ্ তা'লা কৃপায় (পাকিস্তানের বাইরে) সারা পৃথিবীতে এ বছর ২৮৮টি নুতন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই নতুন জামা'তগুলো ছাড়াও এক হাজার নতুন জায়গায় বরং এক হাজারের অধিক অর্থাৎ ১০৪০টি নতুন জায়গায় প্রথমবারের মত আহমদীয়াতের চারাগাছ রোপিত হয়েছে। নতুন নতুন জায়গায় জামা'তের প্রবেশ ও নতুন নতুন জায়গায় জামা'ত প্রতিষ্ঠার দিক থেকে সিয়েরালিয়ন তালিকার শীর্ষে রয়েছে। সেখানে নতুন চল্লিশটি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর রয়েছে কঙ্গো কিনসাশা, এখানে ৩১টি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ঘানা, যেখানে ২৩টি নতুন জামা'ত গঠিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য আরো অনেক দেশ রয়েছে যেখানে দশ-বারো, আট-নয় বা দু'তিনটি করে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, গ্যাম্বিয়া, লাইবেরিয়া, বেনিন, আইভেরিকোস্ট, নাইজার, সেনেগাল, গিনিবাসাও, তানজানিয়া, গিনিকোনাকরি, নাইজেরিয়া, টোগো, সাউটোমে ক্যামেরুন, তুর্কি, কঙ্গো ব্রাজিল, ইউগান্ডা ছাড়াও আরো অনেক দেশ রয়েছে।

আমাদের কঙ্গো কিনসাশার স্থানীয় মোয়াল্লেম হামীদ আহমদ সাহেব বলেন, লোকি চাণ্ড নামের এক গ্রামের উসমান সাহেব নামক এক সুন্নী ইমাম এফএম রেডিওতে আমাদের তবলিগী অনুষ্ঠান শুনে আমাদের মসজিদে চলে আসেন এবং বিভিন্ন প্রশ্ন বাণে জর্জরিত করেন। তার সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করা হয়, সেই সাথে জামাতের সাওয়াহেলী ভাষায় প্রকাশিত পবিত্র কুরআনও এবং অন্যান্য জামাতী বই-পুস্তকও দেওয়া হয়। এসব বই-পুস্তক অধ্যয়ন করার পর আল্লাহর কৃপায় তিনি বয়াত করে নেন আর অঙ্গীকার করেন যে, তিনি তার গ্রামে গিয়ে জামা'তের বাণী প্রচার করবেন। আল্লাহর ফজলে তার তবলীগের ফলে সেই গ্রামে কুড়িজন সদস্য বিশিষ্ট নিষ্ঠাবানদের একটি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

গ্যাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, পবিত্র রমজান মাসে সেখানকার কোন এক অঞ্চলের একটি গ্রামে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ও মোয়াল্লেম সাহেব একটি তবলিগী কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সেখানে তবলিগী অনুষ্ঠানের পর জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি বলেন যে, আপনাদের আগমণে আমি খুবই আনন্দিত কেননা আপনারা তবলীগের যে কাজ করছেন তা মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। আপনারা সেই সুন্নতের অনুসরণ করছেন আর এজন্যেই মহানবী (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করেছিলেন। আফ্রিকানদের উদারহণ দেওয়ার নিজস্ব ভঙ্গি রয়েছে । তিনি বলেন মহানবী (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনা এসেছেন ইসলামের বিস্তারের লক্ষ্যে। তেমনিভাবে আপনারাও বাইরে বেরিয়েছেন এবং সর্বত্র ইসলামের তবলীগ করছেন। ইসলামের তবলীগ করার এটাই সঠিক রীতি ও সুন্নত। আমরা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আর ইমাম মাহদীর যেসব শিক্ষা আপনারা উপস্থাপন করেছেন- প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলাম। আমরা সবাই ঈমান আনছি আর হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে সেই ইমাম মাহদী হিসাবে গ্রহণ করছি যার ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) করেছিলেন। এখানে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে দুই পরিবারের মোট ১৯জন সদস্য বয়াত করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হয়ে যান।

লাইবেরিয়ার আমীর সাহেব লেখেন, একবার আমাদের মোবাল্লেগ সাহেব জুমুআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষাপটে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব বর্ণনা করেন। সেখানে কিছু অ-আহমদী মুসলমানও নামায পড়তে আসেন। আহমদীরা যখন নিজেদের নাম লিপিবদ্ধ করাচ্ছিলেন তখন এক ব্যক্তি এসে পঞ্চাশ লাইবেরিয়ান ডলার দিয়ে কিছু না বলে চুপিসারে চলে যান। যখন তার খোঁজ করা হল তখন জানা গেল যে, তিনি পার্শবর্তী গ্রামের মানুষ, তিনি খুতবা ও কুরবানীর ঘটনাবলী এবং কুরবানির গুরুত্ব সম্পর্কে শুনে খুবই প্রভাবিত হন আর তিনি চাঁদা দিয়ে চলে যান। আমাদের মোয়াল্লেম সাহেব এটি অবগত হওয়ার পর সেখানে গেলেন এবং তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, তিনি যখন তার সাথে সাক্ষাত করছিলেন তখন গ্রামের অন্যান্য লোকেরাও সমবেত হয়। তারা কথা-বার্তা শুনে অভিভূত হয় এমনকি সেখানকার ইমাম সাহেবও প্রভাবিত হন। তিনি বলেন, আপনারা কিছুদিন পর পুনরায় আসুন আমি দু'তিন গ্রামকে একত্রিত করবো, আপনারা তাদের

তবলীগ করুন। নির্ধারিত দিন আমাদের তবলিগী প্রতিনিধি দল উপস্থিত হয় সেখানে তিন গ্রামের লোকেরা সমবেত ছিল। জামাতের বিশ্বাস এবং প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের বিস্তারিতভাবে বলা হয়। এরপর এক দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয় যা সারাদিন চলতে থাকে। যখন সবদিক থেকে তারা আশ্বস্ত হন, তখন তিন গ্রামের ইমামগণ সব লোকজনসহ আহমদীয়াত গ্রহণের ঘোষণা দেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই তিন গ্রামেই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

লাইবেরিয়া থেকে জামাতের মোবাল্লেগ লিখেন, কালানাগুর নামক একটি গ্রামে জুমুআর দিন তবলীগের উদ্দেশ্যে যাই। আমি জুমুআর নামাযের প্রায় দু'ঘন্টা পূর্বে সেখানে পৌঁছে যাই। প্রাথমিক আলাপচারিতায় জানতে পারি যে লোকজন জুমুআর নামায নিজেদের মসজিদে পড়ে না, বরং নিকটবর্তী বড় গ্রামে জুমুআ হয়। এখানকার দু'তিনজন সদস্যও সেখানে চলে যায়; আর বাকি পুরো গ্রাম মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও জুমুআর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে। যখন এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম তখন গ্রামবাসীরা বলল, 'বড় ইমাম সাহেব আমাদেরকে বলেছেন যে মসজিদে জুমুআ শুরু করার পূর্বে তিনটি ছাগল জবাই করা আবশ্যক। যখন ছাগল জবাই হয়ে যায় এবং ইমাম সাহেবের কাছেও মাংস পৌঁছে যায়, তখন তিনি কাউকে জুমুআ পড়ানোর জন্য ইমাম নিযুক্ত করেন। তাদেরকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করি যে এটি ভুল, ইসলামে এমন কোন শর্ত নেই; জুমুআর নামাযের কল্যাণরাজি সম্পর্কেও বলি এবং তাদেরকে বলি, 'ঠিক আছে, আজ আমি আপনাদেরকে ছাগল জবাই করা ছাড়াই জুমুআ পড়িয়ে দিচ্ছি। গ্রামের লোক যেহেতু কুসংস্কারাচ্ছন্নও হয়ে থাকে, ধর্মের জ্ঞানও তাদের নেই– এজন্য তাদের মাঝে খুব আতঙ্ক দেখা দেয় যে 'পাছে না মৌলভী সাহেবের অবাধ্য হয়ে আমরা পাপী না হয়ে যাই আর এর পরিণতিতে আমাদের ওপর কোন শাস্তি না আপতিত হয়; যেমনটি কি-না মৌলভী ভয় দেখিয়ে থাকে!' যা-ই হোক, যখন তাদেরকে খুব গুরুত্বের সাথে বোঝানো হয়, তখন তারা মেনে নেয় এবং জুমুআ পড়ানো হয়; সবাই তাতে অংশ নেয়। জুমুআর পর জামাতের বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরা হয়, প্রশ্নোত্তরও হয়। লোকেদের মনে যেহেতু বড় ইমাম সাহেবের ভর্ৎসনার ভয়ও ছিল, তাই মোবাল্লেগ তাদেরকে বলেন, "যদি কেউ প্রশ্ন করে যে 'এভাবে জুমুআ কেন পড়েছ?' তাহলে আপনারা তাকে শুধু এটি জিজ্ঞেস করবেন, 'একথা কোথায় লেখা আছে যে জুমুআ পড়ার পূর্বে ছাগল জবাই করা আবশ্যক'!" পরবর্তীতে মৌলভী যখন জানতে পারল যে সেখানে জুমুআর নামায পড়া হয়ে গিয়েছে, তখন সে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং খুব অসন্তুষ্ট হয়। গ্রামবাসীরা ঠিক-ই জিজ্ঞেস করে যে 'আমাদের দেখিয়ে দিন– একথা কোথায় লেখা আছে যে, জুমুআর পূর্বে ছাগল জবাই করা আবশ্যক, তা-ও আবার তিনটি ছাগল!' পরবর্তীতে আমাদের স্থানীয় মিশনারি গ্রামের এক ব্যক্তিকে জুমুআ পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। এখন সেখানে নিয়মিত জুমুআ অনুষ্ঠিত হয় এবং গ্রামবাসীরাও সেই মৌলভীকে পরিত্যাগ করেছে, আর সবাই মিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে 'খাঁটি ইসলাম সেটি-ই যা আহমদীয়া জামা'ত আমাদেরকে শিখিয়েছে; মৌলভী আমাদের যেটি বলে সেটি নয়!' আল্লাহ্র কৃপায় তাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে; আল্লাহ্র কৃপায় সেখানে নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ধর্মের নামে আশ্চর্য সব নিত্য-নতুন বিদআত সৃষ্টি করে রেখেছে এই লোকেরা! আর এরা এভাবেই এসব নিরীহ, স্বল্পজ্ঞানী লোকদের ভুলপথে পরিচালিত করে থাকে!

ফিলিপাইন থেকে জামাতের মোবাল্লেগ লিখেছেন, সালোপিন এলাকা চরমপন্থী মুসলমানদের কারণে খ্যাত এবং এখানে তবলীগি জামাতের কার্যক্রমও অনেক জোরালো। এই এলাকায় আমাদের একজন মোয়াল্লেম সাহেবের শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়স্বজনরাও বসবাস করে। মোয়াল্লেম সাহেব তার আত্মীয়-স্বজনদের তবলীগ করলে তাদের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়; তখন জাতীয় পর্যায় থেকে এখানে তবলীগের প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয় এবং তিনজন মোয়াল্লেম ও তিনজন দায়ী ইলাল্লাহ্র একটি দল এক সপ্তাহের জন্য এই এলাকায় প্রেরণ করা হয়। স্থানীয় লোকদের পক্ষ থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হয় যেমনটি সচরাচর হয়ে থাকে কিন্তু বিরোধিতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানকার ২৩ ব্যক্তি আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন।

সেনেগালের আমীর সাহেব লিখেন, তাম্বা কাণ্ডাল অঞ্চলের একটি গ্রামে আমাদের তবলিগী প্রতিনিধি দল যায়। সেখানে গিয়ে জানা যায়, আগে থেকেই সেখানে তেজানিয়া এবং মুরীদিয়া নামক দু'টি দলের মধ্যে বিতর্ক চলছে। সেখানকার ইমাম সাহেব আমাদের একজন প্রতিনিধিকে বলেন, এদুয়ের মধ্যে কোন দলই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা অপেক্ষায় ছিলাম কেননা, আমরা শুনেছি, একজন সত্য ইমাম আসবেন আর আমরা তাঁকেই মান্য করবো। আমাদের প্রতিনিধি দল তাদেরকে তবলীগ করেন এবং তাদের মাঝে প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। তাদের কাছে মওলানা নযির মুবাশশের সাহেবের 'আল কওলুস্ সারীহ ফি যুহুরিল মাহদী ওয়াল মসীহ' এবং কায়েদা ইয়াস্সারনাল কুরআন- ছিল। সেই ইমাম সাহেব দু'টি পুস্তকই ক্রয় করেন এবং আমাদের প্রতিনিধি দল তবলীগ করে সেখান থেকে ফিরে আসেন। দু'দিন পর ইমাম সাহেব ফোন করে তাকে সেখানে ডাকেন এবং বলেন, মাণ্ডিঙ্গা ভাষায় অনূদিত কুরআন মজীদও আমাদের প্রয়োজন। ইমাম তা-ও আনিয়ে নেন। দ্বিতীয়বার যখন আমাদের প্রতিনিধি দল সেখানে যান তখন তিনি তাদেরকে বলেন, আমরা যে ধর্মের অপেক্ষায় ছিলাম আহমদীয়াতই হলো সেই ধর্মমত। কেননা আমি আপনাদের বই-পুস্তক এবং আমাদের মাতৃভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ পড়েছি। এভাবে পুরো গ্রাম আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেয় আর সেখানে নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তাদেরকে কুরআন করীম শেখানোর উদ্দেশ্যে কায়েদা এবং কুরআন মজীদ সরবরাহ করা হয়।

গুয়েটামালার আমীর সাহেব লিখেন, কোবান শহরে অর্থাৎ এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরবর্তী একটি স্থানে এবছর প্রথমবারের মত আহমদীয়া জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরা হয় এবং দু'বার সফর করে সেখানে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী পৌঁছানো হয়। তাদেরকে গুয়েটামালার জলসা সালানায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদের মধ্যে এক পরিবারের তিনজন সদস্য গুয়েটামালার জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করে এবং বয়আত করে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এভাবে এখানে একটি নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় আর এখন তারা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মাঝে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানোর কাজ করছেন তথা তবলীগ করছেন।

সেনেগালের আমীর সাহেব লিখেন, সেখানকার একটি অঞ্চলের দশটি স্থানে স্থানীয় মুরব্বী-মোয়াল্লেমদের তত্ত্বাবধানে রেডিওতে নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে এক ঘণ্টার একটি প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এক ঘণ্টা আমার খুতবা শুনানো হয়। এটি তবলীগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম আর এসব অনুষ্ঠানে ফোনে প্রশ্নোত্তর পর্বও হয়ে থাকে। এর ফলে, এ বছর ২০টি গ্রামে আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। লোকেরা কেবল আহমদীয়াতের দিকে আকৃষ্টই হচ্ছে না বরং নিজেরা ফোন করে তাদের অঞ্চলে আসার আমন্ত্রণও জানাচ্ছে।

কাবাবীর জামাতের মোবাল্লেগ সাহেব লিখেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় দক্ষিণ ফিলিস্তিনের একটি শহরে কয়েক বছর যাবত আহমদীরা বসবাস করছেন কিন্তু সেখানে পুরোদস্তর জামা'ত প্রতিষ্ঠিত ছিল না। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এবছর সেখানে রীতিমত জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জায়গা আল-খলীল, যেখানে হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত ইসহাক (আ.) এবং হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর কবরসহ তাঁদের পবিত্র স্ত্রীদের কবরও রয়েছে। এটি অনেক পুরনো ঐতিহাসিক একটি শহর। এ শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ২৭ জন আহমদী সদস্য বসবাস করেন। এখানে রীতিমত জামা'ত গঠন করা হয়েছে আর এক আহমদী সদস্য তার বাড়ির একটি অংশ মসজিদ হিসেবে ব্যবহারের জন্য পৃথক করে দিয়ে বলেছেন, এখানে নামায আদায় করুন।

নতুন মসজিদ নির্মাণ এবং প্রাপ্ত মসজিদসমূহ:

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এগুলোর মোট সংখ্যা ২১৭টি, তন্মধ্যে ১২৪ টি মসজিদ নতুন নির্মিত হয়েছে এবং বাকী ৯৩টি পূর্ব নির্মিত মসজিদ হস্তগত হয়েছে। এতে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ঘানা, নাইজেরিয়া, সিয়েরালিওন, বেনিন, বুঁরকিনা ফাসো, লাইবেরিয়া, আইভরিকোস্ট, গিনিবাসাও, তাঞ্জানিয়া, উগান্ডা, মালি, কঙ্গো কিনসাশা, ক্যামেরুন, সেনেগাল, গিনি কোনাকরি, টোগো, চাঁড, জাম্বিয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর অনেক দেশে, তিনটি মহাদেশে বরং চারটি

যুগ খলীফার বাণী

আজ প্রত্যেক আহমদীর কাজ হল পৃথিবীবাসীকে অবগত করা যে ধর্ম কি? আমাদের অধিকার সমূহ কি এবং আমাদের দায়িত্বাবলী কি?

(মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২০১৯ সাল, জার্মানী)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

মহাদেশে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের মসজিদ লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। গুয়েটামালাতে ৩১ বছর বিরতির পর দ্বিতীয় মসজিদ নির্মিত হয়েছে। প্রথম মসজিদ বায়তুল আউয়াল ১৯৮৯ সালে নির্মিত হয়েছিল। এভাবে ৩১ বছর পর কাবুন অঞ্চলে এই দ্বিতীয় মসজিদ নির্মিত হয়েছে যার নাম মসজিদ নূর। এ অঞ্চলে ২০১৫ সালে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছেছিল। গুয়েটামালাতে অবস্থিত আমাদের কেন্দ্র থেকে এ অঞ্চলটি ৩২৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত যার ৭০ কিলোমিটার হলো পাহাড়ী সংকীর্ণ রাস্তা যা খুবই বিপদজনক ও কাঁচা। ডিসেম্বর ২০১৯-এ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয়েছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ঐশী পরিকল্পনা এভাবে প্রকাশ পেল যে, সেখানে রাস্তা নির্মাণও আরম্ভ হয়ে যায়। এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ঐ ৭০ কিলোমিটার পাহাড়ী রাস্তা অনেকটা নিরাপদ এবং রাস্তা প্রশস্ত করার কাজও অব্যহত আছে। এ মসজিদে ১৭০ জন নামাজীর স্থান সংকুলান হবে। এতে সাড়ে আট মিটার উচ্চতার একটি মিনারও নির্মিত হয়েছে। মসজিদ সংলগ্ন একটি দ্বিতল মিশন হাউজও নির্মাণ করা হয়েছে। নীচতলায় লাইব্রেরী ও অফিসকক্ষ রয়েছে। দোতলায় বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে, জামা'তী রন্ধনশালা বানানো হয়েছে, নারী ও পুরুষদের জন্য পৃথক পৃথক ওয়াশরুম প্রভৃতি রয়েছে যেমনটি আমাদের মসজিদসমূহে ব্যবস্থা থাকে। জায়গাটি উঁচু হওয়ার কারণে অনেক দূর থেকে দেখা যায়।

নরওয়ের ক্রিসচানসাটেতে এবছর একটি চার্চ ভবন ক্রয় করে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এ শহরে জুলাই ২০১৭-তে একটি ভবন করা হয় যা এক কোম্পানির অফিস ভবন ছিল। সেখানে নামায এবং সভা প্রভৃতি আরম্ভ করে দেওয়া হয়েছিল। ঐ স্থানকে মসজিদ বানানোর পরিকল্পনা এবং নকশা প্রভৃতি বানানোর কাজ যখন আরম্ভ হয় এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করা হয় তখন স্থানীয় জনসাধারণ এর বিরোধিতা করে এবং সংবাদপত্রেও ব্যাপকভাবে এ বিরোধিতার খবর আসতে থাকে। প্রায় দু'বছর এমন পরিস্থিতি অব্যহত থাকে আর বিরোধিতা হতে থাকে। কাছেই একটি চার্চ অবস্থিত। এই চার্চের লোকেরাও মসজিদ বানানোর প্রচণ্ড বিরোধিতা করতে থাকে। কিন্তু খোদা তা'লার পরিকল্পনা এভাবে বিজয়ী হয় যে, সেই চার্চ যা আমাদের বিরোধিতা করছিল সেটির কর্তৃপক্ষ চার্চটি সামলাতে না পেরে চার্চটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা কাউন্সিলকে বলে যে, তারা চার্চটি বিক্রি করতে চায়। তখন কাউন্সিল তাদেরকে আহমদীয়া জামা'তের সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দেয় আর বলে যে হয়তো আহমদীয়া জামা'ত এ চার্চ কিনে নেবে। এরপর তারা আমাদের মোবাল্লেগের সাথে যোগাযোগ করে। সবকিছু যাচাই করার পর তারা আমাকে রিপোর্ট পেশ করে। আমার অনুমোদনের পর চার্চ ভবনটি মসজিদরূপে ক্রয় করা হয়। এ বছর ২৫ ফেব্রুয়ারী আল্লাহর কৃপায় চার্চের চাবী হস্তগত হয়। যে চার্চ ঐ অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণের বিরোধিতা করছিল এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই চার্চই জামা'তের 'মসজিদ মরিয়ম' এ রূপান্তরিত হয়েছে। সরকারি খরচাদিসহ এতে মোট প্রায় দশ মিলিয়ন নরওয়েজিয়ান ক্রোনার ব্যয় হয়েছে।

মালাভীর মুয়ালিন জেলায় জামাতের প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন মসজিদ এবং মিশন হাউজ নির্মাণের পূর্বে এলাকাবাসীর আস্থা অর্জন করা হয়। তারা সকলেই নিজেদের গ্রামে মসজিদ নির্মাণে অত্যন্ত আনন্দিত ছিল। কিন্তু কিছু দুষ্কৃতকারী সেখানে আক্রমণ করে এবং নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদি উঠিয়ে নিয়ে যায়। এ কারণে পুলিশের নির্দেশে কিছুদিন নির্মাণ কাজ স্থগিত রাখা হয়। যখন পুনরায় নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় তখন গ্রামের লোকদের পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা সম্পর্কে অবগত করা হয় আর বলা হয়, এখন ঐক্যবদ্ধভাবে এর সুরক্ষার ব্যবস্থা করুন। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। সবাই বলে যে, সত্যিই এই মসজিদ আমাদের গ্রামের জন্য একটি আশীর্বাদের চেয়ে কম নয়। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে সুনিশ্চিত করব যেন নির্মাণ সম্পন্ন হয় আর যেন কোন অপ্রিয় ঘটনা না ঘটে। এভাবে আল্লাহ তা'লার কৃপায় সেখানে বসবাসরত জামাতের সদস্যরা আশেপাশের লোকদের সাথে তবলিগী সুসম্পর্ক সুদৃঢ় করে এবং আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের শান্তিপূর্ণ ও ভালবাসাপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে লোকদের অবহিত করে। যাহোক, যখন মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হয় এবং এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তখন এখানে সর্বমোট ৪৫০ এর কাছাকাছি লোক অংশগ্রহণ করে। এদের মাঝে সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের তেরো জন চিফ, পুলিশ ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য মসজিদের ইমামরা ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে অ-আহমদী সদস্যরা প্রকাশ্যে এ কথা বলেন যে, আমাদেরকে আহমদীদের ব্যাপারে ভুল ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, এরা মুসলমান নয় এবং তাদের ইবাদতের পদ্ধতি মুসলমানদের থেকে ভিন্ন। এখানে এসে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনারা শুধু মুসলমানই নন বরং অন্যান্য মুসলমানদেরকেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এভাবে বিভিন্ন প্রোগ্রামের ফলে এ এলাকার তিনটি গ্রামের সহস্রাধিক মানুষ বয়আত করে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয় এদের মাঝে স্বস্ব অঞ্চলের চিফরাও অন্তর্ভুক্ত।

মসজিদ বায়তুল আফিয়াত মেক্সিকো: মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটিতে কয়েক বছর পূর্বে একটি ভবন নামায সেন্টার হিসেবে কেনা হয়েছিল। মেক্সিকোতে ক্রয়কৃত এটি জামাতের প্রথম সম্পত্তি। এ ভবনটি তিনতলা। এ ভবনের নিচতলাকে মসজিদ হিসেবে প্রস্তুত করা হয় যা কিনা মসজিদ বায়তুল আফিয়াত । এ ফ্লোরে পুরুষদের এবং মহিলাদের জন্য নামাযের হলরুম, লাইব্রেরী, জামাতের দপ্তর এবং কিছু কক্ষ রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন ক্লাসের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। দ্বিতীয় তলা মুরব্বী সিলসিলার আবাসস্থল এবং তৃতীয় তলা প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তীতে ব্যবহার করা হবে।

বেলীয এবং আরো কিছু স্থানেও মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে। ইনশাল্লাহ সেগুলোও দ্রুত সম্পন্ন হয়ে যাবে। যেসব মসজিদ নির্মাণাধীন ও বা নির্মানকাজ শেষ হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে, আমি সেগুলোর উল্লেখ করছি না।

মালীর আমীর সাহেব লিখেন, আমাদের কেন্দ্র বমাকো থেকে তিন কিলোমিটার দূরে টিমা নামক মালীর একটি জামাত রয়েছে। এখানে চার বছর পূর্বে মসজিদের কাজ শুরু হয়। নির্মাণ কাজ যখন একেবারে শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ যখন মিনার এবং ফিনিশিং ইত্যাদির কাজ চলছিল, গ্রামের চিফের পক্ষ থেকে বলা হল মসজিদের কাজ যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিরোধীতাবশত গ্রামের লোকেরা আহমদীয়াতের ব্যাপারে গ্রামের চিফ এবং মেয়রকে ভুল তথ্য সরবরাহ করে। কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যহত থাকে। অবশেষে তিন বছর পর যোগাযোগ এবং বিভিন্ন মাধ্যমে চিফকে বুঝানোর ফলে সেখানে মসজিদের অনুমতি পাওয়া যায়। চিফ এ বিষয়ের প্রশংসা করেন যে, আপনারা তিন বছর পরম ধৈর্য ধারণ করেছেন। অথচ আপনারা চাইলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে এখানে মসজিদ বানাতে পারতেন। তিনি ওয়াহাবীদের উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, তাদেরকেও এখানে বাধা দেয়া হয়েছিল কিন্তু তারা নিজেদের কিছু যোগাযোগ ব্যবহার করে মসজিদ বানিয়ে ফেলে। আপনারাও করতে পারতেন কিন্তু এক্ষেত্রে আপনারা যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন এরজন্য আমরা আপনাদের সম্মান করি । গ্রামের প্রধান ও তার প্রতিনিধিবর্গরা বার বার জামা'তের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলে যে, আমরা আপনাদেরকে অনুমতি দিতে অনেক বিলম্ব করেছি। তিনি বলেন, এখন আমরা সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনারা মসজিদের কাজ সম্পূর্ণ করুন এবং নামায আদায় আরম্ভ করুন। এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই মসজিদে রীতিমত নামায আদায় আরম্ভ করে দেওয়া হয়েছে।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, এ বছর তাদের একটি রিজিওনের দুটি জামা'তে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য হয়েছে। এ মসজিদগুলো নির্মাণের পূর্বে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে সুন্নি আলেমগণ এখানে এসে মানুষকে বিভ্রান্ত করে বলতো যে, আহমদীয়া জামা'ত একটি ছোট জামা'ত। তাদের কাছে মসজিদ নির্মাণের সামর্থ নেই। তারা এর পূর্বেই পার্শ্ববর্তী গ্রামে দু'টি মসজিদ নির্মাণ করেছে, তা-ই যথেষ্ট। এদের দ্বারা আর কোন মসজিদ নির্মাণ হবে না। কিন্তু কিছুদিন পর যখন সেই গ্রামেও মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় তখন তারা আশ্চার্যান্বিত হয়ে যায় এবং লোকদেরকে বলতে থাকে যে, তাদের কাছে মনে হয় যেন কোন বিশেষ শক্তি আছে, নইলে এরা এত স্বল্প সময়ে এত সুন্দর মসজিদ কীভাবে বানাচ্ছে! আমরা এখানে নামায আদায়ের জন্য একটি তাবুও স্থাপন করতে পারলাম না। এরপর তারা ভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করা শুরু করে। লোকদের মাঝে তারা ভীতি সঞ্চার করতে আরম্ভ করে যে, আহমদীদের থেকে দূরে থাক। কেননা, এদের পুরো এলাকা দখলের অভিসন্ধি রয়েছে, বিভিন্ন ফন্দি আঁটবে আর মসজিদ বানাবে ইত্যাদি। কিন্তু মানুষ তাদের কথার প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ করে নি।

বুরকিনা ফাসোর মোবাল্লেগ সাহেব লেখেন, কারি জামা'তে যেখানে মসজিদের নির্মাণের কাজ চলছিল সেখানে প্রত্যেক সদস্য নির্মাণ কাজে এক বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিচ্ছিলেন আর সদস্যদের চাঁদার তাহরীকও করা হচ্ছিল। প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্যনুযায়ী এই মহতি কাজে অংশগ্রহণ করছিলেন। একদিন দু'জন প্রবীণ আহমদী আসেন; তাদের হাতে দু'টি

মোরগ আর কিছু ডিম ছিল। তারা বলে, আমাদের কাছে কেবলমাত্র এ দু'টি মোরগ ও এ ডিমগুলোই আছে। আমাদের পক্ষ থেকে এগুলোকেই চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করুন যেন আমরাও এ পুণ্য কাজে অংশীদার হতে পারি। সুতরাং মোয়াল্লেম সাহেব তাদেরকে এগুলোর রশিদ কেটে দেন।

শত বছর পরও আফ্রিকার দরিদ্র লোকেরা সেই ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করছে যা আজ থেকে প্রায় আশি নব্বই বছর বা শত বছর পূর্বে কাদিয়ানের দরিদ্র লোকেরা প্রতিষ্ঠা করেছিল। কেউ যদি বিবেকের দৃষ্টিতে দেখে এবং তার মাঝে পুণ্য থাকে তাহলে নিজেই বুঝতে পারবে যে, এটি সত্যতার প্রমাণ ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ্ তা'লা নিজেই মানুষের হৃদয়ে ত্যাগের রীতি-পদ্ধতিও প্রেরণা সঞ্চার করেন।

তানজানিয়ার ইরিঙ্গা অঞ্চলের মোয়াল্লেম আহমদ সাহেব লিখেন, ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে কতিপয় খোদ্দামসহ পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে যাই এবং স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে সরকারী জায়গায় দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তবলিগী বক্তৃতা করার ব্যবস্থা করি। বক্তৃতার পর উপস্থিত লোকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। উক্ত প্রোগ্রামের শেষে ৭২ বছর বয়সী হালিমা নামক এক মহিলা নিজের হাতে একটি ফাইল নিয়ে আসেন আর বলেন যে, আমি মুসলমান এবং দীর্ঘ দিন যাবৎ এখানে বসবাস করছি। আমি কাউকে ইসলামের তবলীগের জন্য কখনো এখানে আসতে দেখি নি। এরপর তার হাতে যে ফাইল ছিল তা মোয়াল্লেমকে দিতে গিয়ে বলেন, এটি আমার আবাসিক প্লটের দলিলপত্র। এখানে আপনাদের জামা'ত গঠিত হওয়ার পর আপনারা যদি মসজিদ নির্মাণ করতে চান, এর জন্য আমার প্লট প্রস্তুত আছে, এটির মালিকানা সত্ত্ব আপনাদেরকে দিচ্ছি। বর্তমানে সেখানে জামাতের বন্ধুদের সাফাই অভিযানের মাধ্যমে জামা'তে আহমদীয়ার মসজিদ নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেছে। তারা ইট এবং এই ধনের জিনিসগুলো প্রস্তুত করে নিয়েছেন। যারা কাজ করছে তাদের মাঝে সেই বৃদ্ধার পুত্রও রয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা সৎ প্রকৃতির লোকেদের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করেন, যারা (জামা'তের) সাহায্যকারীরূপে আবির্ভূত হন।

বুরকিনা ফাসোর একটি জামা'তের নাম কারী। সেখানকার জনৈকা যয়নব সাহেবা লিখেছেন, আমি বি.এ. পাশ করার পর দু'বছর যাবৎ নার্সের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য পরীক্ষা দিতে থাকি কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি নি। আমি এবং আমার স্বামী একটি প্রাইভেট নার্সিং স্কুলে ভর্তি হওয়ার উদ্দেশ্যে অর্থ সঞ্চয় করতে আরম্ভ করি আর পাশাপাশি পরীক্ষাও দিতে থাকি। তবে ভর্তির কোন আশা ছিল না। ইতিমধ্যে কারীর মসজিদ নির্মাণের জন্য চাঁদার আহ্বান করা হয়। তখন আমরা যে অর্থ পড়াশোনার জন্য জমা করেছিলাম তা চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিই এবং ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করি। তিনি বলেন, এ ঘটনার পর দু'সপ্তাহ যেতে না যেতেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে আমার কাছে ফোন আসে এবং আমাকে বলা হয়, আপনি সরাসরি নির্বাচিত হয়েছেন আর আপনার পড়াশোনার যাবতীয় খরচাদি সরকার বহন করবে। এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা মানুষের ঈমান বৃদ্ধির উপকরণ সৃষ্টি করে থাকেন।

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় এবছর মিশন হাউজের সংখ্যা ৯৭টি বৃদ্ধি পেয়েছে। মিশন হাউস কিংবা তবলীগি সেন্টারের ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে ঘানা, এরপর রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, ভারত, সিয়েরা লিওন, কংগো কিনসাশা, কংগো ব্রাযভীল, বুরকিনা ফাসো, আইভোরি কোস্ট ও মালী যথাক্রমে। এছাড়াও অন্য অনেকগুলো দেশ যেমন- অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, বেলিয, কানাডা, গ্যাম্বিয়া, গুয়োতেমালা, গিনিবাসাও, মেসেডোনিয়া, মালাভি, নরওয়ে, সাউতোমে, টোংগা এবং তুরস্ক। এসব দেশেও মিশন হাউসের সংখ্যা একটি করে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তানযানিয়ার সিমিও অঞ্চলের মুয়াল্লেম সাহেব লিখেন, গত বছর প্রতিষ্ঠিত একটি জামা'তে এবছর মসজিদ ও মিশন হাউস নির্মিত হয়েছে। ইত্যবসরে এক খ্রিষ্টান পাদরী জিজ্ঞেস করেন, এই বাড়ি কী উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হচ্ছে? উত্তরে তাকে জানানো হয়, এটি স্থানীয় জামা'তের মুয়াল্লেম সাহেবের বাসস্থান। এটি শুনে সে বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, এই গ্রামে খ্রিষ্টানদের ৬টি গীর্যা রয়েছে এবং অধিকাংশ খ্রিষ্টান সম্প্রদায় সুদীর্ঘ কাল থেকে এখানে বসবাস করছে কিন্তু তাদের কোন সম্প্রদায়েরই নিজেদের পাদরীর জন্য বাসস্থান নির্মাণ করার সামর্থ্য হয় নি। সত্যিই আপনারা আপনাদের ধর্মীয় কর্মকর্তাদের সম্মান ও মর্যাদা দেন এবং 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' আপনাদের এ স্লোগান অনুসারে আপনারা কাজ করেন। এই উদাহরণ অন্য সবার অনুকরণ করা উচিত।

স্বেচ্ছাশ্রম আহমদীয় জামা'তের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এবছর আফ্রিকা সহ (পৃথিবীর) বিভিন্ন দেশে যেসব মসজিদ ও মিশন হাউস নির্মিত হয়েছে এবং অন্য যেসব কাজ করা হয়েছে এতে ১৪৮টি দেশের প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে ১১৪টি দেশে মোট ৪১ হাজার ১ শত ১১টি স্বেচ্ছাশ্রম ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে যার মাধ্যমে ৫২ লক্ষ ১৩ হাজার ইউএস ডলার সাশ্রয় হয়েছে। এখন শুধু আফ্রিকায় নির্মিত মসজিদগুলোর খরচের হিসাব করলে দেখা যাবে এই স্বেচ্ছাশ্রমের ফলে আনুমানিক যে অর্থ সাশ্রয় হয়েছে তাতে আরো দশটি মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে দান করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের অর্থের সাশ্রয় করেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিদর্শনে গিয়েছেন। এর বিস্তারিত বিবরণ অনেক দীর্ঘ, তাই এটি ছেড়ে দিচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এসব পরিদর্শনের ফলে সেসব স্থানে অনেক ইতিবাচক ও কার্যকর প্রভাব পড়েছে।

রাকীম প্রেস-এর মাধ্যমেও কাজ হচ্ছে। আফ্রিকাতেও রাকীম প্রেসের তত্ত্বাবধানে অনেক প্রেস কাজ করছে। এবছর আমাদের ফার্নহামের রকীম প্রেসে কেবল পুস্তকই ছাপা হয়েছে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ২ শত ৪০টি। এছাড়া 'মুয়াযেনা মাযাহেব' সাময়িকী, আন্ নুসরাত পত্রিকা এবং ওয়াকফে নও-এর পত্রিকা মরিয়ম ও ইসমাঈল ছাড়াও পেম্ফলেট, লিফলেট এবং জামা'তের বিভিন্ন দাফতরিক ষ্টেশনারী ইত্যাদির কাজও এখানে এই প্রেসেই হচ্ছে।

ইয়াস্সারনাল কুরআনে ব্যবহৃত বিশেষ ফন্ট 'খাত্তে মঞ্জুর' এ এবছর পবিত্র কুরআনও মুদ্রিত হয়েছে। ছয়-সাত বছর যাবৎ এ কাজ হচ্ছিল। কাদিয়ান জামা'তকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যেন আমাদের নিজস্ব ফন্ট 'খাত্তে মঞ্জুর' এর আদলে কাজ হয়। কাদিয়ানের নাযারাতে ইশায়াত দপ্তর এক্ষেত্রে অনেক কাজ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ্ এই ফন্টে অনেক সুন্দর এবং আকর্ষনীয় কুরআন করীম ছেপে গিয়েছে, বর্ডার রঙ্গিন আর বাধাই খুব সুন্দর। যুক্তরাজ্যে যে পরিমাণ এসেছে তা খুব দ্রুত বিক্রি হচ্ছে। আশা করি দ্রুত আমাদেরকে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে হবে। এর মলাট ভেতরের লিপি এবং কাগজ ইত্যাদিও বেশ আকর্ষণীয় আর বিশেষ করে এর বাঁধাই খুব সুন্দর হয়েছে। যেভাবে আমি বলেছি, এই কুরআন করীমের ফন্ট ইয়াসসারনাল কুরআনের ফন্টের আদলে লেখা হয়েছে আর এর নাম দেওয়া হয়েছে 'খাত্তে মঞ্জুর'। এটি জামা'তে আহমদীয়ার বিশেষ ফন্ট যা অন্য কোথাও নেই। এটি পড়াও অনেক সহজ। যেভাবে আমি বলেছি, ভারত জামা'ত অর্থাৎ কাদিয়ানের ইশায়াত দপ্তর অনেক পরিশ্রম করে এ কাজ করেছে আর একইভাবে এখানে রাকীম প্রেসের সাহায্যের জন্য তুর্কীর এক আহমদী বন্ধু মাহমেত সাহেবও ছাপার কাজে অনেক সাহায্য করেছেন। ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে অনুবাদসহ কুরআন করীমও এ ফন্টেই ছাপা হবে অর্থাৎ এধরণের অক্ষরেই ছাপা হবে। হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব অনূদিত কুরআনও 'খাত্তে মঞ্জুর' এ ছাপার জন্য প্রস্তু ত হচ্ছে। ইনশাল্লাহু তা'লা দ্রুতই মুদ্রণের জন্য দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে মীর ইসহাক সাহেবের আক্ষরিক অনুবাদসম্বলিত কুরআন পুণঃমুদ্রণেও এ ফন্টই ব্যবহৃত হবে। এটিরও প্রস্তুতি চলছে। পাকিস্তানে পবিত্র কুরআনের মুদ্রণ, পাঠ এবং (আমাদের কাছে) রাখার ক্ষেত্রে আমাদের পথে যত বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত পথ আল্লাহ্তা'লা আমাদের জন্য খুলে দিচ্ছেন।

এখন ইংল্যান্ডের রাকীম প্রেসের তত্ত্বাবধায়নে আফ্রিকার ৮টি দেশ কাজ করছে। সেগুলো হলো ঘানা, নাইজেরিয়া, তানজানিয়া, সিয়ারালিওন, আইভোরিকোস্ট, গ্যাম্বিয়া, বুরকিনা ফাঁসো এবং বেনিন। তাদেরকে যন্ত্রপাতিও সরবরাহ করা হয়েছে। এতে যেসব বইপুস্তক তারা ছেপেছে সেগুলোর সংখ্যা ৬ লক্ষ ১২ হাজারের অধিক। বিভিন্ন সাময়িকী, পত্রপত্রিকা, বিভিন্ন তবলীগি লিটারেচর ও লিফলেট ইত্যাদি এর বাইরে যার সংখ্যা ৯৪ লক্ষ ৮৫ হাজার। বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্যাম্বিয়াতে ব্যক্তিগত কাজ করা ছাড়াও গ্যাম্বিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের জন্য সরকার বৃহৎ সংখ্যায় কোভিড-সংক্রান্ত সচেতনতামূলক লিফলেট, পোষ্টার ইত্যাদি ছাপতে দিয়েছে। অন্যান্য প্রেস বন্ধ থাকার কারণে সরকার আমাদের সাথে যোগাযোগ করে ছেপে দেওয়ার অনুরোধ করে। এজন্য তাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে।

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad**

৯৩টি দেশ থেকে প্রাপ্ত মুদ্রণ-সংক্রান্ত ওয়াকালাতে ইশায়াতের রিপোর্ট অনুসারে ৪২টি ভাষায় ৪০৭টি বিভিন্ন বইপুস্তক, প্যাম্ফলেট, ফোল্ডার ইত্যাদি ৪২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬ শত ৫৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের নাম এ তালিকায় রয়েছে আরএ তালিকা বেশ দীর্ঘ।

বিভিন্ন দেশে স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত জামা'তী পত্রপত্রিকা:

বর্তমানে পৃথিবীতে ২৯টি ভাষায় ৯৪টি তালীম, তরবিয়ত ও তথ্যমূলক বিষয় নিয়ে পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছে ।

ওকালাতে ইশাআতের প্রতিবেদন: ওকালাতে ইশাআতের তারসীল অর্থাৎ বিলি-বিতরণের একটি পৃথক বিভাগ রয়েছে। এখান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ২৪টি ভাষায় ১ লক্ষ ৯০ হাজারেরও অধিক বইপুস্তক প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ২৪টি ভাষায় ১ লক্ষ ৯০ হাজারেরও অধিক বইপুস্তক প্রেরণ করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের ওকালাতে তাসনীফ:এ বছর পবিত্র কুরআনের ইতালিয়ান ভাষার অনুবাদ রিভিশানের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মুদ্রণের জন্য এর ফাইলও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবছর যুক্তরাজ্য থেকে ১১ খণ্ডবিশিষ্ট সহীহ বুখারীর অনুবাদ ও ব্যাখ্যার কাজ করানো হয়েছে। চলতি বছর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর'এজাযে আহমদী' পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হয়েছে। 'ইতমামুল হুজ্জা' ও 'জঙ্গে মুকাদ্দাস' পুস্তক দুটির ইংরেজি অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, পুস্তক দুটি মুদ্রণের উদ্দেশ্যে অতি সত্তর প্রেরণ করা হবে। 'রূহানী খাযায়েন'-এর দশম খণ্ড ব্যতীত বাকি বাইশ খণ্ড ইংল্যান্ডে ছাপানো হচ্ছে। ইনশাআল্লাহু তা'লা খুব শীঘ্রই এই দশম খণ্ডের কার্যক্রমও শুরু হয়ে যাবে আর আশা করি, শীঘ্রই পুরো ২৩খণ্ডই চলে আসবে। ১৯-২০ বর্ষকালীন সময়ে ৩৬টি দেশ ও ৮টি ডেস্ক থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩৩টি ভাষায় মোট ১৫৪টি বইপুস্তক ও ফোল্ডার প্রণয়ন করা হয়েছে যার মাঝে ইংরেজি, স্প্যানিশ, লাটভিয়, লুগাণ্ডা, ফার্সি, জার্মান, বার্মিজ, ফ্রেঞ্চ, হাওসা, আরবি, সুহায়লি, ইন্দোনেশীয়, উর্দু, চিনা, ক্রুণ্ডি, ম্যাণ্ডিকা, ম্যাসিডোনিয়া, টোঙ্গা, পর্তুগিজ, হিব্রু, ডাচ, ক্রোয়েশীয়, রিফোলা, বাম্বালোজি, আলবেনীয়, রাশিয়ান, বাংলা, ইউরোবা, উল্ফ নিয়াঞ্জা, থাই, নারোজীয় ইত্যাদি ভাষা এর অন্তর্ভুক্ত।

ইউক্রেন থেকে এগ্রো মেত্রোফ সাহেব নামের এক বন্ধু; যিনি গত বছর জলসায় যোগদান করেছিলেন। তিনি আহমদী ছিলেন না কিন্তু জলসায় এসে আন্তর্জাতিক বয়াতের সময় বয়াত করেন। তিনি একজন বিজ্ঞ বিশ্লেষক, সমালোচক এবং বিভিন্ন ধর্মীয় জ্ঞানের সুদক্ষ পণ্ডিত। এখানে আসার পর তার সাথে আমার সাক্ষাতও হয়েছিল আর তাকে আমি বলেছিলাম, আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ, আপনি 'ইসলামি উসুল কি ফিলোসফি' পুস্তকটি পাঠ করুন এবং এরপর আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। তিনি বলেন, ফিরে এসে আমি পুস্তকটি পড়া আরম্ভ করি আর একবার বসেই তা পড়ে শেষ করি। তিনি বলেন, পুস্তকটি পড়ার পর আমি বুঝতে পারি, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কেবল একজন ধর্মীয় নেতাই ছিলেন না বরং তিনি ধর্মীয় জ্ঞানের অনেক বড় একজন গবেষকও ছিলেন। আমার জীবনে আমি অনেক বইপুস্তক সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছি কিন্তু সেসব বইপুস্তক থেকে আমি নতুন কিছু পেয়েছি বলে আমি কখনো অনুভব করি নি। অথচ 'ইসলামি উসুল কি ফিলোসফি' পুস্তকটি পাঠ করার পর আমার জ্ঞান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নিছক বিবেকবুদ্ধির বিচারে নয় বরং আমি আমার হৃদয় ও অন্তরাত্মার দর্পণে এর প্রভাব প্রত্যক্ষ করার পরই এ পুস্তক সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করছি।

পুণরায় তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামের সংস্কার ও মুসলিম জাতির সংশোধনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। যে কোন ধর্মের সংস্কার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এতে কোন সন্দেহ নেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যদি মধ্যযুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাই, ইউরোপে পুনর্জাগরণের পূর্বে খিষ্টধর্মে ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অনেক বড় সংকট দেখা দিয়েছিল আর মসীহ্ মওউদ (আ.) এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের দশাও একই ছিল।

তিনি বলেন, স্বভাবজ অবস্থা ও নৈতিক অবস্থার বিষয়টি যে অংশে বুঝানো হয়েছে বিশেষ করে সে অংশটি আমার কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে। আমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এবং খোদা তা'লার সৃষ্টির গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং এর যথাযাথ মূল্যায়ন করা আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক। অনুরূপভাবে আমাদের নৈতিকতা ও এর মূল ভিত্তি সম্পর্কেও অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিত। অধিকাংশ সময়ই আমরা ভুলে যাই যে, বর্তমান যুগে মানুষকে সত্য পথ থেকে দূরে সরানোর উপকরণগুলো অনেক বেড়ে গেছে। তাই আল্লাহ তা'লার সৃষ্টির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের জন্য আবশ্যক।

তিনি আমার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এই পুস্তক পাঠ করার সময় আমার সেই কথাগুলো মনে পড়েছিল বা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল যা আপনি বক্তৃতায় ইসলামী বিশ্বে প্রচলিত ইসলাম সম্পর্কিত ভুল ধারণাসমূহের অপনোদন এবং আমাদের জামা'তের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন। তিনি বলেন, আমরা প্রত্যেকেই যখন নিজেদের পরিবার, সমাজ ও দেশের সংশোধন করবো কেবল তখনই এর ফলে সে জগদ্বাসীর ঈমানী অবস্থা সংশোধনের যোগ্যতা লাভ করবে।

পুনরায় তিনি বলেন, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব স্বভাবজ অবস্থা ও নৈতিকতার এ ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞানের জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। আমার মতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ই সর্বপ্রথম এই পরিভাষা গুলো ব্যবহার করেছেন এবং অত্যন্ত উন্নত ও পবিত্র পন্থায় বুঝিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, একজন ধর্মতত্ত্ব বিশারদ ও দার্শনিক হিসেবে আমি এই পুস্তক পাঠ করে অনেক আনন্দ পেয়েছি। তাই আমার পরামর্শ থাকবে, আহমদীয়া জামা'ত যেনএই পুস্তক ব্যাপকভাবে প্রচার করে এবং বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ করে যাতে করে মানুষ এই পুস্তক পাঠ করার মাধ্যমে বেশি বেশি ধর্ম, ঈমান ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে। নেপালের একজন অধ্যাপক ছিলেন |'world crisis and the pathway to peace' নামে আমার বিভিন্ন বক্তৃতার সংকলন যখন তাকে উপহার দেওয়া হয় তিনি বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ পুস্তকটি অত্যন্ত যুগোপযোগী একটি পুস্তক। তিনি এই পুস্তকের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ ও লাইন চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। তিনি বলেন, আমি এই উদ্ধৃতিগুলো সবার দৃষ্টিগোচর করতে চাইছিলাম। কেননা একথাগুলো বিশ্বব্যাপী প্রচার করা খুবই জরুরী। গোটা পৃথিবীর জন্য স্বর্ণালী নীতি এতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, এ পুস্তকটি আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। আমি আমার বন্ধুবান্ধবকেও এ পুস্তকটি পড়ার জন্য দিব।

নেপালের আরেকজন অধ্যাপক ড. গোবিন্দ সাহেব নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, আমি এ পুস্তকটি পাঠ করেছি। বর্তমানে মিডিয়ার সুবাদে গোটা বিশ্বে মুসলমানদের যখন ভ্রান্তভাবে উপস্থাপন করা হয়; এমন পরিস্থিতিতে সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একজন মুসলিম নেতার চেষ্টা করাটা অমুসলিমদের জন্য একটি বিস্ময়কর বিষয়। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীতে মুসলমানদের ৭৩টি দল রয়েছে আর ইসরাইলের সাথে তাদের ধর্মীয়ও রাজনৈতিক শত্রুতাও বিরাজমান। এরূপ পরিস্থিতিতে একজন মুসলিম নেতার পক্ষ থেকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেখানকার (ইসরাইলের) প্রধানমন্ত্রীকে পত্র লেখা অত্যন্ত সাহসিকতার কাজ। অনুরূপভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলিফা ইরানের প্রধানমন্ত্রীকেও এ বিষয়ে চিঠি লিখেছেন যাতে আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি। পুনরায় তিনি বলেন, 'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'- পুস্তকটি পাঠ করার মাধ্যমে ইসলামের শান্তির বার্তা সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে অমুসলিমদের জন্য অনেক সহায়ক হবে। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আহমদীয়া জামা'ত অন্যান্য মুসলিম দলের তুলনায় ভিন্ন আঙ্গিকে নিজেদের কথা উপস্থাপন করে। আহমদীয়া জামা'তের ভাষ্যমতে পবিত্র কুরআনের শিক্ষামালা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব আর কোনক্রমেই একথা অস্বীকার করা যায় না।

অতঃপর নেপালে একটি বুক স্টলে এক বন্ধু আসেন। একটি বই দেখে বলেন, ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি কেন এবং কখন দিয়েছে- এই মর্মে এই পুস্তকে যে প্রশ্ন উঠানো হয়েছে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ন প্রশ্ন যার উত্তর আমি দীর্ঘদিন থেকে অন্বেষণ করছিলাম আর আজ আমি এর উত্তর পেয়েছি।

এরপর ভারতের ঝাড়খণ্ডের একটি বই মেলায় এক ব্যক্তি আসেন। তিনি ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষভাবাপন্ন মনমানসিকতা রাখতেন। আসা মাত্রই তিনি ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সত্তার উপর বিভিন্ন ধরণের আপত্তি করা আরম্ভ করেন। তিনি সব ইসলাম বিরোধী পুস্তকাদি পড়েছিলেন যার কারণে আপত্তি করছিলেন। যখন তাকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন তিনি খুবই প্রভাবিত হন এবং বলেন, আজ পর্যন্ত প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। এখন আমি আপনাদের বইপুস্তক পাঠ করব। অতএব তাকে বইপুস্তক দেওয়া হয়, বিশেষত 'বিশ্ব সংকট ও এর সমাধান' পুস্তকটি দেওয়া হয়। এই বন্ধু পরের দিনই পুনরায় আসেন এবং বলেন আমি এই Pathway to peace পুস্তকটির

কিছু অংশ পড়েছি এবং আমার খুব ভালো লেগেছে, আর এর মাধ্যমে আমার মনমস্তিষ্কে বিদ্যমান অনেক আপত্তি দূর হয়েছে। তার সাথে এখন আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে।

অনুরূপভাবে কিরিবাতির মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ লিখেন, এখানকার লোকেরা মনে করত যে, মুসলমান মাত্রই অন্যদের হত্যা করার জন্য উদগ্রীব থাকে, কিন্তু এখন অনেকেই জানে যে, এই কথা সঠিক নয়। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে যখন এই দাবি উত্থাপন করা হয় এবং আপত্তির সূরে তাকে জিজ্ঞেস করা হয় মুসলমানদেরকে দেশের ভিতরে কেন আসতে দেওয়া হলো? তাদেরকে অতি সত্বর বের করে দেওয়া উচিত। এতে রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, আমি পবিত্র কুরআন পড়েছি, ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম। আমি তাদেরকে কখনো এখান থেকে বের করব না। আলহামদুলিল্লাহ্, রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে কয়েকটি মাত্র সাক্ষাতে তাকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। বর্তমানে শুধুমাত্র আহমদীয়া জামা'তই এই দেশে ইসলামের শিক্ষা প্রচার করছে।

অনুরূপভাবে শিয়াঙ্গা অঞ্চলের আঞ্চলিক মুবাল্লেগ সাহেব বলেন, একটি সফরের সময় সেখানকার চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাকে দেখে বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী বলে মনে হয়েছে, কিন্তু তিনি ছিলেন বিধর্মী। তিনি বলেন, আমি তাকে আল্লাহ্ তা'লাকে মান্য করা এবং ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলি। আলোচনাকালে তিনি বলেন, আমি সমাজে সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত, ঘরে আমার দুই স্ত্রী ও সন্তানাদি রয়েছে। খোদা তা'লাকে মানা ছাড়াই আমার জীবন সুন্দরভাবে কাটছে, আমার খোদা তা'লাকে বা কোন ধর্মকে মানার প্রয়োজনই বা কি? এতে মুবাল্লেগ সাহেব তাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কিত দলীল প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর এই বই দুটি খুবই ভালো এবং প্রত্যেক আহমদীর সেগুলো পড়া উচিত। এগুলো শোনার পর তিনি বলেন, আমি ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করতে চাই। এতে মুবাল্লেগ সাহেব বলেন, আপনি এখনই ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করছিলেন আর এখনই ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন! তখন তিনি বলেন, আপনার কথায় আমার হৃদয় প্রশান্ত হয়েছে। যদি ধর্ম বাস্তবেই এভাবে খোদার ধারণা উপস্থাপন করে তাহলে অবশ্যই আমাদের তাকে মানা উচিত। তাকে বয়আতের শর্তসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, তিনি তার আট সন্তানসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আলহামদুলিল্লাহ্, তিনি এখন নিয়মিত জুমুআর নামায আদায়ের জন্য আসেন এবং জামা'তের সাথে তার স্থায়ী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত আছে।

লিফলেট বিতরণের পরিকল্পনার অধীনে গত বছর ১১১ টি দেশে সমষ্টিগতভাবে ৯৩ লক্ষ ৫৭ হাজারের অধিক লিফলেট বিতরণ করা হয় যার মাধ্যমে ২ কোটি ২৭ লাখ মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছেছে। এ ক্ষেত্রে জার্মানী সবেচেয়ে বেশি কাজ করেছে ২৫ লাখ, এরপর পর্যায়ক্রমে যুক্তরাজ্য ১৩ লাখ, অস্ট্রেলিয়া ৮ লাখ, হল্যান্ড ৪ লাখ, ফ্রান্স ৩ লাখ, কানাডা ৩ লাখ আর অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশ রয়েছে যেখানে কয়েক লক্ষ সংখ্যায় বিতরণ হয়েছে।

আফ্রিকাতে (লিফলেট) বিতরণের ক্ষেত্রে তানজানিয়া তালিকার শীর্ষে রয়েছে, তাদের বিতরণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। অতঃপর রয়েছে বেনিন, তাদের বিতরণ সংখ্যাও প্রায় এর কাছাকাছি। তারপর পর্যাক্রমে বুরকিনা, নাইজার, নাইজেরিয়া, কঙ্গো কিনশাসা প্রভৃতি দেশ রয়েছে।

এছাড়া ভারতে ৪ লক্ষ ৪৬ হাজারের অধিক ফ্লায়ার বিতরণ করা হয়েছে।

তানজানিয়ার মারা অঞ্চলের মুয়াল্লেম সাহেব লিখেন, এক গ্রামের তিনজন যুবক জামা'তের লিফলেট পড়ে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে এবং জামা'ত সম্পর্কে আরো জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। কিছুদিন জেরে তবলীগ থাকার পর তারা নিজেদের পরিবারসহ বয়আত গ্রহণ করে আর নিজ গ্রামে তবলীগ করা আরম্ভ করে। তাদের মধ্য থেকে এক যুবক সেই গ্রামের চেয়ারম্যানও বটে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানে আহমদীয়াতের বার্তা এখন ঘরে ঘরে পৌঁছাচ্ছে আর এখন পর্যন্ত এই গ্রামে ৮২জন বয়আত গ্রহণ করেছে। তবলীগের সময় বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। একদিন 'আনসারুস্ সুন্না' জামা'তের মৌলভী আসে আর লোকজনের সামনে উচ্চস্বরে জামা'তের বিরুদ্ধে অপলাপ আরম্ভ করে। এতে লোকেরাই তাকে (এই বলে) চুপ করায় যে, এমন হট্টগোল করা ধর্মীয় নেতাদের সাজে না। তখন তাকে রীতিমতো কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে আলোচনা এবং আহমদীয়া জমা'তের শিক্ষামালা সম্পর্কে প্রণিধান করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। সে যখন দলিল-প্রমাণ প্রদানে অপারগ হয়ে যায় তখন গালাগালি আরম্ভ করে। আহমদীয়া জামা'তের শান্তিপ্রিয় শিক্ষা এবং উক্ত ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি জুমুআর নামায ও বাজামা'ত নামায আদায়ের জন্য নিজের জমি জামা'তকে দান করে দেন। বহু অআহমদী শিশুরাও আমাদের তরবিয়তী ক্লাসে অংশগ্রহণ করছে। বিরোধীদের বিরোধিতাই তবলীগের পথ সুগম করছে।

ফ্রান্সের এক জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, তোনুস শহরের কেন্দ্রে আয়োজিত সানডে মার্কেটে লিফলেট বিতরণ করার সময় এক প্রৌঢ়া আসেন এবং হাসিমুখেই বলেন, আপনারা আমাকে স্বদেশপ্রেম এবং পর্দা সম্পর্কিত যে লিফলেটগুলো দিয়েছিলেন আমি তার সবগুলো পড়েছি আর এগুলো পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছে। বর্তমানে এই শিক্ষার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। তিনি আরো জিজ্ঞেস করেন যে, আপনারা এ কাজের জন্য কত টাকা পান? যখন তাকে বলা হয় যে, আমরা তো শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এই কাজ করছি, তখন তিনি খুবই প্রভাবিত হন।

প্রদর্শনী, বুক স্টল ও বই মেলা

পবিত্র কুরআন ও জামা'তী বইপুস্তকের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে সাত হাজার পাঁচ শত চল্লিশটি প্রদর্শনীর মাধ্যমে তিন লক্ষ ত্রিতাল্লিশ হাজারের অধিক ব্যক্তির নিকট ইসলামের সংবাদ পৌঁছেছে। এ বছর বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত কুরআন করীমের পনেরো শত আশিটি কপি উপহার হিসেবে অতিথিদের দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঁচ হাজারের অধিক বুক স্টল এবং বই মেলার মাধ্যমে সাত লক্ষ চৌষট্টি হাজারের অধিক মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছানোর সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

লাটভিয়ার মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন যে, আমাদের বুক স্টলে একজন বয়স্ক মানুষ আসেন। তিনি বুক স্টলের ভিতরে প্রবেশ করেন। তখন সেখানে আমার ছবির সাথে রোল ঘুরছিল এবং তাতে বিভিন্ন ইসলামি কথা লিখা ছিল যেগুলো আমি বর্ণনা করেছিলাম । তিনি সেগুলো পড়তে থাকেন আর প্রতিটি কথার প্রতি আঙুলের ইশারায় রাশিয়ান ভাষায় বলতে থাকেন অসাধারণ কথা এবং একান্ত সঠিক কথা! অনুরূপভাবে দুজন মহিলা আসেন। তারা কিছু বই যেমন- 'দিবাচা তফসীরুল কুরআন' (তফসীরুল কুরআনের ভূমিকা) এবং অন্য আরো কিছু বই ক্রয় করেন আর অনেক প্রশংসা করে বলেন যে, আপনারা অনেক ভালো কাজ করছেন।

২০১৯ সনের ডিসেম্বর মাসে ভারতের নূরুল ইসলাম বিভাগ একটি বই মেলায় অংশ নেয় এবং সেখানে অনেক বড় একজন হিন্দু পণ্ডিত আচার্য আসেন, যিনি ধর্মীয় বিষয়ে গভীর বুৎপত্তি রাখেন এবং (একটি) স্কুলও পরিচালনা করেন। তিনি এসে সেখানে দাঁড়িয়ে যান এবং কয়েক মিনিট পরেই পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আপত্তি করে বসেন। (তিনি) বলতে থাকেন যে, পবিত্র কুরআন ইসলাম ও মুসলমানদের ছাড়া সকল মানুষকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। তাকে বলা হয় যে, আপনার সামনেই পবিত্র কুরআন রয়েছে, আপনি বলে দিন- কোথায় এমন নির্দেশ আছে। তখন তিনি বলেন, আমি পুরো কুরআন পড়েছি, কোথায় এই নির্দেশ আছে তা এখন আমার মনে নেই। তখন তার সামনে পবিত্র কুরআনের শিক্ষামালা এবং অন্যদের (তথা বিধর্মীদের) সাথে সদ্ব্যবহারের ইসলামী শিক্ষা ও মহানবী (সা.)-এর আদর্শ তুলে ধরা হয়। ইসলামী শিক্ষামালা (সম্পর্কে) কয়েক মিনিট শোনার পর সেই ভদ্রলোক বলেন, আমি স্টলের ভেতরে বসে ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে আরো তথ্য সংগ্রহ করতে চাই। অতএব, উক্ত ভদ্রলোককে প্রায় দু'ঘন্টা পর্যন্ত তার সকল প্রশ্ন ও আপত্তির সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করা হয়, এরপর তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে, আজ পর্যন্ত আমি এমন সন্তোষজনক উত্তর শুনিনি। ইসলাম সম্পর্কে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তওবার অর্থ হল মানুষ পাপকে এমন স্বীকারুক্তি সহকারে ত্যাগ করবে যে এরপর যদি তাকে আগুনেও নিক্ষেপ করা হয়, তবুও কোনমতেই সে পাপ করবে না। (চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ১৯০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

রসুলের বাণী

অন্তরে খোদার পরিচিতি, মুখে খোদার স্বীকারুক্তি এবং তাঁর আদেশাবলী মেনে চলার নামই হল ঈমান। (ইবনে মাজা, বা ফিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য আমি অগণিত আলেম-ওলামার কাছে গিয়েছি এবং দ্বারে-দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু আলেমরা আমার প্রশ্নগুলোর এমন উত্তর দিতো যে, আমার মাঝে ইসলাম ও কুরআনের প্রতি সহানুভূতির পরিবর্তে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হতে থাকে। আর আমার মাঝে এত বেশি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয় যে, আমরা বন্ধুরা সবাই সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, ইসলামের বিরুদ্ধে একটি টিভি চ্যানেল চালু করবো। অতএব আমরা এ লক্ষ্যে কাজও আরম্ভ করে দিই আর রীতিমতো কিছু রেকর্ডিংও আরম্ভ করি, কিন্তু এখন আপনারা আমার জগৎটাই (তথা মন-মানসিকতাই) পাল্টে দিয়েছেন। ভদ্রলোক গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং যাওয়ার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান যে, আজকের পর থেকে আমি ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের বিরোধিতায় কিছুই বলবো না। আর ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আমি যেসব প্রোগ্রাম রেকর্ড করিয়েছি তা-ও সম্প্রচার করা হবে না, বরং ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা উপস্থাপন করা হবে। (ইসলামের) এই প্রকৃত চিত্র প্রদর্শন করে আহমদীয়া জামা'ত শত্রুদেরকেও ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করছে, মহানবী (সা.)-এর পদমর্যাদা এবং আদর্শ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করছে। অপরদিকে এসব নামধারী আলেম-ওলামা, যারা নিজেদেরকে ইসলামের ধ্বজাধারী জ্ঞান করে, তারা অন্যদেরকে ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের প্রতি বিদ্বেষী করে তুলছে আবার আমাদের বিরুদ্ধেই কথা বলে।

আগ্রা বই মেলায় স্থানীয় পত্রিকা আগ্রা ভারত' এর প্রতিবেদক আমাদের স্টলে আসেন। তার সাথে আলাপচারিতার সময় তিনি অবলীলায় উম্মতের শোচনীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করেন। তখন তাকে আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে কৃত বিভিন্ন ইসলামী সেবা সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি খুবই প্রভাবিত হন এবং একাজে আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন। উক্ত সাংবাদিক নিজের ব্যক্তিগত পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে অন্য আরো তিনটি চ্যানেলেও আমাদের বার্তা প্রচার করান আর এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আহমদীয়াতের সংবাদ পৌঁছেছে।

আসামে অনুষ্ঠিত বই মেলার সময় আফতাব আহমদ চৌধুরী, যিনি পিএইচডি এবং কুরআনের হাফেযও বটে, তার কাছে জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরা হয় এবং বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলাপচারিতার সময় হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে আহমদীয়া মতবাদ তাকে জানানো হয়, পবিত্র কুরআনের আলোকেই ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করা হয়। তখন তিনি বলেন, আমি কুরআনের হাফিয ঠিকই, কিন্তু আমি কখনো এ বিষয়টি সম্পর্কে এভাবে চিন্তা করিনি, আপনারা আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। আমি পত্র-পত্রিকায়ও প্রবন্ধাদি লিখে থাকি, এখন আমি উদ্ধৃতিসহ এসব আয়াত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করবো- ইনশাআল্লাহ্, এতে আসামের সকল মুসলমান আমার বিরোধী হয়ে যাক না কেন।

সুইজারল্যান্ড এর শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী একজন পাদ্রি মিশেল ফিশার সাহেব একটি সমাজ কল্যাণ সংস্থার প্রধান, তাকে একটি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কারের জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমি আশ্চর্য হয়েছি যে, একটি মুসলিম গোষ্ঠী একটি খ্রিষ্টান সংগঠনকে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের জন্য পুরস্কার প্রদান করছে। এই পুরস্কার এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আপনারা শান্তির কথা কেবল বলেন না, বরং শান্তি প্রতিষ্ঠা করে দেখাচ্ছেন। বৃক্ষ তার ফলের মাধ্যমেই পরিচিত হয় আর আপনাদের ফল হলো এই শান্তি সম্মেলন।

এরপর যাম্বিয়ার মুবাল্লেগ ইনচার্য সাহেব লিখেন যে, শান্তি সম্মেলনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ গ্রহণ করে, যাদের মাঝে পুলিশ কর্মকর্তা, স্থানীয় আদালতের জজ, বিভিন্ন গির্জার পাদ্রি এবং অন্যান্য প্রতিনিধিগণ যেমন- বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্থানীয় সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি, সংসদ সদস্য, নিকটস্থ অআহমদী মসজিদের মুয়াল্লিম উপস্থিত ছিলেন। একটি গির্জার প্যাস্টর বা যাযক নিজের মনোভাব তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, আমরা দীর্ঘদিন থেকে এমন অনুষ্ঠান করার কথা ভাবছিলাম, কিন্তু আহমদীয়া জামা'ত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে।

চন্ডিগড়ে শান্তি সম্মেলনে একজন আফগান বন্ধু ওবায়দুল্লাহ্ সাহেবের কাছে জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরা হয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে অবহিত করা হয় যে, তিনি (আ.) মসীহ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী হবার দাবি করেছেন যার সুসংবাদ মহানবী (সা.) প্রদান করেছিলেন। এ কথা যখন সেই আফগান বন্ধুকে অবহিত করা হয় এবং বলা হয় যে, আপনি মনোযোগ সহকারে যুগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিন, এটি কি মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের সময় নয়? তখন তার চেহারা রক্তিম হয়ে যায়, তিনি কাঁপতে থাকেন এবং বার বার এ কথাই বলতে থাকেন যে, সত্যিই কি মসীহ মওউদ চলে এসেছেন? এরপর তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ভাষায় মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে বলা হলে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে আমাদের আহমদী বন্ধুর মাথায় চুম্বন করেন এবং বলেন, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তা-ই যা আপনাদের মাধ্যমে পৃথিবীবাসীর কাছে উপস্থাপিত হচ্ছে।

ফিনল্যান্ড থেকে সেখানকার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেন, সেখানে শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বিদেশ মন্ত্রণালয়ের একজন দূত এবং কূটনীতিক, যিনি পাকিস্তানে ফিনল্যান্ডের দূত হিসেবে কাজ করেছেন, তিনি যোগদান করেন। তিনি বলেন, আমি আপনাদের ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পেরে আসলেই আনন্দিত। আমি ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ সন পর্যন্ত পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ছিলাম এবং ফিনিশ দূতাবাসের মহাপরিচালক ছিলাম। সেই সময়কার অসাধারণ স্মৃতিমালা এখনও আমার স্মৃতিকোঠায় ধরে রেখেছি। আমার এবং আমার পরিবারের নিকটতম বন্ধুদের মাঝে আহমদীয়া জামা'তের বহু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব রয়েছে। আহমদীরা এই দেশ এবং এর সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সামাজিক সফলতার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ব্রিটিশরা যখন উপমহাদেশে রাজত্ব করে তখন সেই রাজত্বের অনেক প্রখ্যাত নাগরিক এবং সামরিক কর্মকর্তা আহমদীয়া জামা'তের সদস্য ছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি ইতালিতেও কূটনৈতিক হিসেবে কাজ করেছি। আমি ইতালিতে ট্রিস্ট-এ অবস্থিত তৃতীয় বিশ্বের জন্য নির্মিত আন্তর্জাতিক সাইনস একাডেমির সাথে পরিচিত হই যার ভিত্তি রেখেছিলেন পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত পরমাণু বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম। তিনি যে কোন মুসলিম দেশের জন্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রথম বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি বলেন, যখন এই নোবেল পুরস্কারের কথা ছড়িয়ে পড়ে তখন পাকিস্তানের জাতীয় পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদিতে এটি অনেক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং তাকে অনেক সম্মান জানানো হয়, কিন্তু খুব দ্রুত যখন এটি জানা যায় যে, তিনি একজন আহমদী তখন সকল প্রশংসা ও প্রচার থেমে যায়। তিনি আরো বলেন, ১৯৯৬ সনে যখন তিনি মৃত্যু বরণ করেন এবং তাকে পাকিস্তানে পাঞ্জাবের রাবওয়া শহরে সমাহিত করা হয়। একটি লজ্জাজনক কথা হলো তার নামফলক থেকে মুসলমান শব্দটি মুছে দেওয়া হয়। যাহোক তিনি (পাকিস্তানে হওয়া) সমস্ত অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেন।

আজকাল তো ইতিহাসের পুস্তকাবলীতেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে, শিশুদের মনমস্তিষ্ক থেকে প্রকৃত ইতিহাসকে মুছে দেওয়া হচ্ছে। আমরা কিছু বলি বা না বলি, পৃথিবীর শিক্ষিত শ্রেণি স্বয়ং জানে যে, আহমদীয়া জামা'ত পাকিস্তানের কী কী সেবা করেছে আর এখন আহমদীদের সাথে সেখানে কী ব্যবহার করা হচ্ছে। যারা পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধী ছিল তারাই আজ এর তথাকথিত প্রতিষ্ঠাতা সাজার চেষ্টা করছে। যাহোক প্রতিটি পাকিস্তানী আহমদী দেশের প্রতি বিশ্বস্ত আছে, বিশ্বস্ত ছিল এবং বিশ্বস্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। আমরা আশা করি বিরোধীদের এই অপচেষ্টা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা একদিন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে আর আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য আমাদের সাথে থাকবে এবং এখনও তা রয়েছে। তারা যতটা অপচেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের ধারণা অনুযায়ী তোএতদিনে জামা'ত তাদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা (জামা'তকে) আগলে রেখেছেন।

যাহোক রিপোর্ট প্রদান করতে গিয়ে এসব ঘটনা যা আমি শুনালাম, যেমনটি আমি বলেছি, এগুলো হলো সেই রিপোর্টের একটি অংশ যা জলসার দ্বিতীয় দিন তুলে ধরা হয়। এ বছর যেহেতু জলসা হচ্ছে না, আমি ভেবেছিলাম দুই পর্বে তা বর্ণনা করব। অতএব অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছে যে, রবিবার বিকাল ৪ ঘটিকায় ছোট্ট পরিসরে জনসমাগমের ব্যবস্থা করে জলসার আদলে বাকি অংশও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এখানে হলঘরে আমি বর্ণনা করব। আর সেখান থেকে এমটিএ-র মাধ্যমে সারা বিশ্বের আহমদীরা তা শুনতে পারবে। এছাড়া এতে সেসব কৃপারাজিরও উল্লেখ করা হবে যা সারা বছর জুড়ে আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। যাহোক এই রিপোর্ট থেকেও আমাকে অনেক ঘটনা এবং কথা বাদ দিতে হয়েছে। বাকি অংশ ইনশাআল্লাহ্ রবিবার উপস্থাপন করব।

****

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা
ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

Omid Nourpour বলেন, ফ্রাঙ্কফোর্টে আহমদীয়া সম্প্রদায় যেভাবে সেবামূলক কাজ করছে তা অসাধারণ। আর এটি জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে সমাজে সমন্বিত হওয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জামাতের পক্ষ থেকে অনেক সহযোগিতা পাওয়া যায়।

হুযুর আনোয়ার ডেপুটি মিনিস্টারকে জিজ্ঞাসা করেন যে বিদেশ মন্ত্রী হিসেবে আপনাকে কোন কোন্ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়? ব্রেক্সিট এর বিষয়েও কি আপনি যুক্ত আছেন? এ বিষয়টি অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির অবতারণা করেছে।

এর উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় বলেন, নিঃসন্দেহে ব্রেক্সিটই এর কারণ। আজও এই বিষয়ে একটি নতুন বিল পেশ হয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে খুব শীঘ্রই ব্রিটেনে নতুন নির্বাচন হবে। আমরা তো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ানকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চাই আর এজন্য জার্মানীর বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

তৃতীয় অতিথি সিডিইউ পার্টির সাংসদ ফ্রাঙ্ক হেনরিক বলেন, আমি জামাত আহমদীয়াকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তারা জার্মানীতে অসামান্য কাজ করছে। আপনার জামাতের লোকেরা আমাদের মধ্যে কেবল একীভূতই হয় নি, বরং সমাজের কল্যাণেও নিজেদের অবদান রাখছে।

এরপর পাকিস্তানে আহমদীদের উপর নির্যাতনের প্রসঙ্গ উঠলে হুযুর আনোয়ার বলেন, 'পাকিস্তানে দীর্ঘকাল যাবৎ আহমদীদের অবস্থায় স্থবিরতা রয়েছে। সেখানকার আইন আহমদীদেরকে কেবল প্রচার করতেই বাধা দেয় না, বরং নিজেদের ধর্ম পালনেও বাধা দেয়। আমরা আসসালামো আলাইকুম বললেও বা ছেলেমেয়েদের ইসলামী নাম রাখলে আইনের দৃষ্টিতে আমরা শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হই। সেখানকার আইন আমাদেরকে এর অনুমতি দেয় না। যতক্ষণ এই আইন রয়েছে, পরিস্থিতি পরিবর্তনের কোনও আশা নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যারা আমাদের প্রতি সহানুভুতি রাখেন, তাদেরকে আমরা একথাই বলে থাকি যে তারা পাকিস্তানে সরকারকে সম্মিলিত নির্বাচন করানোর উপর জোর দিক। আর ধর্ম নির্বিশেষে সম্মিলিত নির্বাচন হোক। ধর্মমতের উর্দ্ধে প্রত্যেকের ভোটাধিকার দেওয়া হোক। আমাদেরকে বলা হয় যে প্রথমে নিজেদেরকে অমুসলিম হিসেবে স্বীকার কর, এরপর অমুসলিমদের জন্য যে মর্যাদা রয়েছে সেই অনুসারে নির্বাচনে দাঁড়াও। আমরা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে দাবি করি, এবং দেশের একজন নাগরিক হওয়ার সুবাদে আমাদের ভোটাধিকার থাকা উচিত।

ধর্ম অবমাননা আইনের প্রসঙ্গ উঠলে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি মনে করি না যে মৌলবীদের ভয়ে এরা 'রসুল অবমাননার আইন ' এর বিলোপ ঘটাবে। কিন্তু কেবল একটি উপায় রয়েছে আর তা হল সম্মিলিত নির্বাচন। সম্মিলিত নির্বাচন হলে আমরা পার্লামেন্টে যাব এবং সেখানে নিজেদের দাবি জানাব। এর ফলে আমরা কিছু মৌলিক অধিকার ফিরে পেতে শুরু করব। বর্তমান সরকারও সেই পথেই চলছে, যে পথে পূর্ববর্তী সরকারগুলি চলেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, পরিস্থিতি যাই হোক, আমরা কখনই নিজেদেরকে অমুসলিম বলব না, কেননা এটি আমাদের বিবেক ও ঈমানের পরিপন্থী।

পার্লামেন্ট সদস্য ফ্রাঙ্ক হেনরিচ বলেন, আমিও জার্মানীতে মানবাধিকার সংগঠনের অংশ। আমি বলতে চাই যে, আপনাদের প্রতি হওয়া নির্যাতন আমাদের কষ্ট দেয়। আমি জানতে চাই যে ইউরোপের অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কেমন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, পশ্চিমি বিশ্বেও বিভিন্ন সময় জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার হয়ে এসেছে। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা বলে, আমরা নাকি এক নতুন নবীকে মান্য করি আর রসূল করীমকে (সা.) খাতামান্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করি না। আর আঁ হযরত (সা.) এর নবুয়তের 'খাতমিয়াত' অস্বীকার করি। যদিও একথা সঠিক নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মৌলবীদের পক্ষ থেকে আমাদের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচারই করা হচ্ছে যে আমরা নাকি 'খতমে নবুয়ত' এর বিরোধী। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা সাধারণ মুসলমানদের মন আমাদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলছে। তা সত্ত্বেও অনেক মুসলমান, এমনকি মুসলিম বিদ্বানদের অনেকেই জানেন যে আহমদীরা সঠিক। তারা আমাদের সঙ্গে আছেন, আর আমাদের সঙ্গে থাকার বিষয়টি প্রকাশও করে থাকেন। এবং আহমদীদের উপর হওয়া উৎপীড়নের নিন্দা করে থাকেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ আমাদের বিরোধীতা করে আর এই পশ্চিমি দেশগুলিতে তারা সরাসরি আমাদের বিরোধীতা না করলেও মনের মধ্যে বৈরিতা রাখে। যাইহোক এই অপপ্রচারের কারণে এই দেশগুলিতেও আমাদের সম্পর্কে মানুষের মনে ভ্রান্তধারণা সৃষ্টি হচ্ছে।

Omid Nourpour সাহেব জিজ্ঞাসা করেন যে ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর কোন পরিবর্তন এসেছে কি? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- এই প্রশ্নের উত্তর আপনি এর মধ্যেই পেয়ে যাবেন যে ইমরান খান সাহেব অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করার সময় এতে একজন আহমদী সদস্যকে রেখেছিলেন। মৌলবীরা তীব্র আপত্তি জানালে তাঁকে বের করতে হয়। বর্তমান সরকারও মোল্লাদের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছে। ইমরান খান আসার পর আহমদীদের অবস্থায় কোন পরিবর্তন হয় নি। বরং আহমদীদের উৎপীড়নের ঘটনা বেশি ঘটছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, পাকিস্তানে কিছু রাজনীতিক রয়েছেন যাঁদের দাবি, মোল্লাদের চাপের কারণে তাদের হাত-পা বাঁধা। কেননা মৌলবীদের কাছে মানুষকে রাস্তায় নামিয়ে আনার শক্তি রয়েছে।

সংসদ সদস্য ফ্রাঙ্ক হেনরিচ সাহেব বলেন, ব্রেক্সিটের পর কি যুক্তরাজ্যে থাকা কি হুযুরের জন্য স্বস্তিদায়ক হবে? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে, সকলে নিজের নিজের নাগরিক অধিকার পাবে সেখানে আমি তো শান্তিতেই থাকব।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, পাকিস্তানে চল্লিশ বছরের বেশি সময় থেকে আমরা উৎপীড়িত হচ্ছি। পাকিস্তানে বসবাসরত আহমদীরাও মুখ বুজে এই কষ্ট সহ্য করছে। যারা সহ্য করতে পারছে না, তারা হিজরত করে চলে যায়। যাইহোক আমি তো বিশ্বের সমস্ত জামাতের প্রতিই মনোযোগ দিই। নেপাল, মালেয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কাতে অনেক আহমদী রয়েছেন যারা কষ্ট সহ্য করতে না পেরে পাকিস্তান থেকে সেই সব দেশে পৌঁছেছেন। সেই সব দেশে ইউএনএইচসিআর তাদের মামলাগুলি শুনে থাকে এরপর এখান থেকে তারা ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশে চলে যান। কেবল পাকিস্তানেই আমাদের বিরোধিতা হয় এমনটি না, বরং মালেয়েশিয়ার কয়েকটি প্রদেশেও আমাদেরকে অমুসলিম মনে করা হয়।

মুসলিম সাংসদ Omid Nourpour বলেন, আপনারা মালেয়েশিয়াতেও সমস্যায় পড়েন, একথা শুনে খুব কষ্ট হল। কেননা মালেয়েশিয়া দাবি করে যে মুসলমান দেশগুলির মধ্যে সেটি নাকি সব থেকে বেশি সহিষ্ণু দেশ।

একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন: সচরাচর মৌলবীদের মধ্যে সহনশীলতা প্রায় শূন্য। সমস্ত ফির্কা পরস্পরের দোষক্রটিই বর্ণনা করে। যদিও অন্যান্য ফির্কাগুলিকে আমাদের মত অমুসলিম বলে ঘোষণা দেয় নি। কিন্তু নিজেদের মধ্যে তাদের বৈরিতা অবশ্যই আছে। আমাদের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালে এই আইন তৈরী হয় যে, You are not Muslim for the purpose of law and constitution । যখন এই আইন তৈরী হয়েছিল, তখন সম্মিলিত নির্বাচন হত, পরবর্তীতে যেটির বিলোপ ঘটানো হয়। এরপর ১৯৮৪ সালে যিয়াউল হক যে আইন তৈরী করে তাতে আমাদের উপর আরও বেশি কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। যেমন, আমরা মসজিদকে মসজিদ বলতে পারব না, ছেলেদের নাম আহমদ, মহম্মদ বা ইসলামী নামকরণ করতে পারব না। 'আসসালামো আলাইকুম' বলতে পারব না।

কথোপকথনের সময় এবিষয়ের উল্লেখ করা হয় যে, জার্মান সরকার সিরিয়ার সংকটটিকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানে ভীষণভাবে সক্রিয়। এর প্রতিক্রিয়ায় হুযুর আনোয়ার সেখানে উপস্থিত রাজনীতিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, এই মুহূর্তে কুর্দিশদের সত্যি সত্যিই বিশ্বের সমস্ত দেশের পক্ষ থেকে সহায়তা পাওয়া দরকার।

বাংলাদেশে জামাত আহমদীয়ার পরিস্থিতি কেমন? এই প্রশ্ন করা হলে হুযুর আনোয়ার বলেন, বাংলাদেশের সরকার সুবিচার ও ন্যায়নিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু নীচুস্তরের কিছু কিছু এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তাদের পক্ষ থেকে মোল্লাদের পৃষ্ঠপোষকতা করার কারণে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। সরকার আমাদের বিপক্ষে নয়, কিন্তু সেখানকার মোল্লারা আমাদের বিরুদ্ধে। জাতীয় স্তরের নেতারা বিবেকবান, সন্দেহ নেই, তাঁরা জানে যে যদি আহমদীদের বিরুদ্ধে সেই আচরণ করে যা পাকিস্তান করেছিল, তবে তারাও পাকিস্তানের মত সমস্যার সম্মুখীন হবে। কেননা এর ফলে চরমপন্থী সংগঠনগুলি আরও বেশি ফুলেফেঁপে ওঠার সুযোগ পাবে।

আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ২৭জন সাংসদ (জার্মানী), এছাড়াও বিদেশমন্ত্রকের তিনজন প্রতিনিধি, যাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন 'ধর্ম ও রাজনীতি'র নির্দেশক। জার্মান সেনাবাহিনীর তিনজন নির্দেশকও ছিলেন। মার্কিন এবং ফ্রেঞ্চ দূতাবাসের রাজনৈতিক আধিকারিকগণও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জাতীয় সংসদের সচিবদের ১১ জন প্রতিনিধি ছিলেন এবং পাঁচ জন অধ্যাপক ছিলেন যারা বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে সহকারী অধ্যক্ষ

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 10 Sep, 2020 Issue No.37

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ছিলেন এবং মধ্য-পূর্ব জার্মানীর প্রবাদপ্রতীম অধ্যাপক সেটাইন বাখ সাহেবও অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। এছাড়াও বহু রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় নেতা, ওয়েলফেয়ার সংগঠন এবং সোসাইটির সদস্যরা ছিলেন,যাদের সর্বমোট সংখা ছিল ৮২জন।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলায়াতের মাধ্যমে এরপর জার্মান অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়। এরপর দাউদ আহমদ মাজুকা সাহেব ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমুরে খারিজা জার্মানী জামাতের পরিচিতি জ্ঞাপনমূলক ভাষণ দান করেন।

এরপর জার্মানীর আমীর মাননীয় আব্দুল্লাহ্ ওয়াগাস হাউযার সাহেব অভিবাদনমূলক ভাষণে অতিথিদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। আমীর সাহেব বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত একটি আধ্যাত্মিক জামাত যার কুড়ি কোটি সদস্য দুশোটিরও বেশি দেশে বিস্তৃত। জামাত এবং এর সদস্যরা সব সময় খোদা তা'লার রহমানিয়াতের প্রতিবিম্ব হয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আর্ত মানবতার দুঃখ কষ্ট লাঘবের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। আমাদের বিশ্বাস, ধর্মের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে ঐক্যবন্ধন গড়ে তোলা সম্ভব। কেননা সকল নবী এবং পবিত্র (ঐশী) গ্রন্থাবলীর উপর ঈমান আনা একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যক।

আমীর সাহেব বলেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ১৯২৩ সালে বার্লিনে একটি মসজিদ স্থাপনের হাত ধরেই জার্মানীতে জামাত আহমদীয়ার গোড়া পত্তন। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি এবং সেই সময়ের অর্থনৈতিক সংকটের কারণে তা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে নি। এইদিক থেকে দেখলে ১৯৫৭ সালে হামবার্গে প্রথম মসজিদ নির্মিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। ৬০ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৫৯ সালে ফ্রাঙ্কফোর্টে আরও একটি মসজিদ নির্মিত হয়। এই দুটি ছিল জার্মানীর প্রথম মসজিদ যা যুদ্ধের পর নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে জামাত আহমদীয়া জার্মানীর সদস্য সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার এবং জামাতের সংখ্যা ২৫৫টি। জামাতের সদস্যরা স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন সোসাইটির সেবা করছে এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অংশগ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যেমন, নতুন বছর উপলক্ষ্যে সাফাই অভিযান, রক্তদান শিবির, চ্যারিটি ওয়াক বা আর্তদের সেবার জন্য দান সংগ্রহ অভিযান এবং বৃক্ষরোপন ইত্যাদি। এছাড়া ২০০৮ সালে জার্মানীতে জামিয়া আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা এখানে মুবাল্লিগ প্রস্তুত করার প্রথম প্রতিষ্ঠান। প্রায় ৬০জন যুবক এযাবৎ এর ৭ বছরের কোর্স সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও এক বছর পূর্বে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে যা শরণার্থী, গৃহহীন এবং কিন্ডার গার্টেনদের (শিশুদের স্কুল) সহায়তার কাজ করছে।

আমীর সাহেব বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত দেশের সকল আইন মেনে চলা আবশ্যক মনে করে। জামাতের সদস্যদের জন্য জার্মানী তাদের নিজেদের মাতৃভূমি হয়ে উঠেছে। কেননা, তাদের একাধিক প্রজন্ম জার্মানীতেই বসবাস করছে।

এরপর মি. ফ্রাঙ্ক হেনরিচ সাহে নিজের বক্তব্য রাখেন। তিনি সিডিউ পার্টির পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য। তিনি নিজের বক্তব্যে সর্ব প্রথম হুযুর আনোয়ার এবং শ্রোতাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সালাম বলেন এবং তাঁকে এবং অন্যান্য সংসদ সদস্যদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন,'আমি জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে চিন্তা করলে মনের মধ্যে দুটি ভিন্ন ভিন্ন আবেগ অনুভুতির সৃষ্টি হয়। একদিকে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দঘন আবেগ, অপরদিকে দুঃখ-কষ্টের অনুভুতি। এখন এবিষয়টি স্পষ্ট করা জরুরী যে, যখন আমি আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাত করি, তখন আপনাদের মোট্টো 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' আমার উপর স্পষ্ট হয়। এরপর যখন জার্মানীর জলসায় আমাকে আমন্ত্রিত করা হল আর আমি এতে অংশগ্রহণ করার সুযোগও পেলাম, তখন জলসায় উপস্থিত প্রায় ৩৪ হাজার নারী পুরুষের সমাবেশে আমাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হল। এই জলসার মাধ্যমে আমার অনেকগুলি ভ্রান্তবিশ্বাস দূর হয়েছে আর ইসলামের স্বরূপ আমার কাছে উন্মোচিত হয়েছে। এই কারণে আমি আপনাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এছাড়াও আমি আপনাদেরকে চেমনিটস শহর থেকে জানি, বিশেষ করে নতুন বছর উপলক্ষ্যে আপনাদের সাফাই অভিযান থেকে জেনেছি।

তিনি বলেন, অপরদিকে মনে অনেক কষ্ট হয় যখন পাকিস্তানের সংবাদ শুনি। এরফার্ট শহর সম্পর্কে যখন চিন্তা করি, যেখানে মসজিদ নির্মাণে আপনাদেরকে জটিলতায় পড়তে হয়েছিল, তখন তার কারণেও আমি মর্মাহত হই।

তিনি আরও বলেন, পূর্বে আমি পাদ্রীও থেকেছি। আর আমার কাছে একটি বিষয় অত্যন্ত আবশ্যক, যার সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হল কেবল মৌখিক দাবি না করে সেই দাবি যেন কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয়। আর এ বিষয়টি আমি আপনাদের জামাতের মধ্যে দেখতে পাই। আমি আনন্দিত যে আপনারা খিলাফতের নেতৃত্বে ইসলামের শিক্ষাকে পুনরায় মানুষের সামনে উপস্থাপন করছেন এবং সেই সমস্ত মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করছেন এবং এই বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। আপনারা সত্যিই অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকে আলাদা। আমি এজন্যও আনন্দিত। আর আশা করি, আজ আপনারা এখানে যে ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন, এর প্রচার ও প্রসারও করা করা হবে আর মানুষ এ সম্পর্কে জানতে পারবে।

এরপর গ্রুনে পার্টির সদস্য এবং বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ওমিড নউরিপুউর সাহেব নিজের বক্তব্য রাখেন। তিনি সর্বপ্রথম হুযুর আনোয়ারকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে বলেন, এই অনুষ্ঠানে যোগদান করা তাঁর জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

তিনি বলেন, বর্তমান যুগে প্রায় এই প্রশ্ন উঠে আসে যে মুসলমান কে, আর কে নয়? এই বিতর্ক কেবল ইসলাম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নেই , এমনকি এই প্রশ্নও ওঠে যে মোমেন কে , আর কে নয়? কিন্তু এটি এমন একটি প্রশ্ন যার উত্তর প্রত্যেককে ব্যক্তিগত স্তরে দেওয়া উচিত, অন্য কেউ যেন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত না দেয়। কাউকে পাপী বলে দেওয়া বা কোন বিষয়ে কারো সঙ্গে মতবিরোধ করা অন্যায় নয়, কিন্তু কাউকে অমুসলিম বলা বা কাউকে কাফের অপবাদ দেওয়া অনুচিত। জামাত আহমদীয়াকে শুরু থেকেই এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এমন সমস্যা সব থেকে বেশি রয়েছে পাকিস্তানে। কিন্তু আরও অনেক দেশও আছে যেখানে আহমদীদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেওয়া হয়, যেমন বাংলাদেশে। কিন্তু যে বিষয়টি আমাকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হল এসবের বিরুদ্ধে জামাত আহমদীয়ার প্রতিক্রিয়া। জামাত আহমদীয়ার প্রতিক্রিয়া হল, 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'। এটি এমন এক মোট্টো, বরং নীতি যা কেবল ধর্মীয় বিষয়াদিতেই নয়, ব্যাপক পরিসরে এর প্রচার ও প্রসার করতে হবে। আমরা ন্যাশনাল এসেম্বলীতে বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিত্ব করি, আর আমরা নিজের নিজের এলাকায় আহমদীদের বিষয়ে নিশ্চয় এই অভিজ্ঞতাই লাভ করেছি। এটি একটি অত্যন্ত সক্রিয় সম্প্রদায় যা সমাজের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর।

এরপর মিনিস্টার অফ স্টেট এবং ডেপুটি ফরেন মিনিস্টার নিলস এ্যানেন নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি সর্ব প্রথম হুযুর আনোয়ার এবং উপস্থিত শ্রোতাদেরকে সালাম জানান এবং অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রসন্নতা ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, 'সত্তর বছর পূর্বে জার্মানীর মৌলিক আইন প্রণীত হয় যার মধ্যে একটি মৌলিক অধিকার হল ধর্মীয় স্বাধীনতা। এই কারণেই এদেশে বিভিন্ন ধর্ম এবং সংস্কৃতির মানুষ শান্তি ও সম্প্রীতিসহকারে সহাবস্থান করছে। সেই বছরই অর্থ ১৯৪৯ সালের জুন মাসে জার্মানীর Nordwestdeutsche Rundfunk রেডিও স্টেশন শেখ নাসির আহমদ সাহেবের একটি ভাষণ সম্প্রচার করে, যিনি জামাত আহমদীয়া সুইজারল্যান্ডে মুবাল্লিগ ছিলেন। শুরু থেকেই জামাত আহমদীয়া এবং জার্মানীর আইনের মধ্যে পারস্পরিক একটি সম্পর্ক চলে আসছে। এরপর ১৯৫৫ সালে প্রথমে হামবার্গে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৭ সালে যুদ্ধের পর প্রথম কোনও মসজিদ নির্মিত হয় অর্থাৎ ফযলে উমর মসজিদ যার সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেবল এটি আমার নিজের এলাকায় হওয়ার কারণে নয়, বরং সেখানকার স্থানীয় জামাতের সঙ্গে আমার গভীর সখ্যতাও রয়েছে। (ক্রমশ...)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা যে ব্যক্তি যে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজি হয় না, তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir